Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 5, No.3 - 12, 1368 B.S (1961) – Year 6, No. 2, 1368 B.S. (1961).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: Good.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর।

প্রচ্ছদচিত্রটি সোভিয়েতের বাস্তবধর্মী ভাস্কর্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন। মূর্তিটির নাম : তরোয়াল ভেঙে লাঙল গড়ি।

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক :

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য—সের্গেই কোনেনকফ : **বিশেষ প্রতিনিধি**

সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা—ভেরা মুখিনা : **শঙ্কর দাশগুপ্ত**

পুরাতনী [সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী সম্পর্কে আলোচনা] : **অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু ও প্রভাতকুমার দত্ত**

সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য : **রাণা বসু**

একটি ভাস্কর্যের উপর কবিতা : **অমূল্যকুমার চক্রবর্তী**

পূর্ব জার্মানীর সমকালীন ভাস্কর্য : **সুকুমার ঘোষ**

খবরাখবর : **নিজস্ব সংবাদদাতা**

দাম
এই সংখ্যার
দু টাকা

'ভারতীয় চা সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে সাহায্য করে' — গাগারিন

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ সাল।
স্থান : কোলকাতার রাজভবন।
টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী এ, এস, বাম একটি পেটিকা উপহার দিলেন সোভিয়েতের মহাকাশচারী মেজর য়ুরী গাগারিনকে।
পেটিকার মধ্যে ছিল বাছাই-করা দার্জিলিং চা।
আর সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রপ্তানী উন্নয়ন সমিতির সদস্যবৃন্দ ও বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ।

উপহার দেওয়ার প্রাক্কালে শ্রী বাম বলেন, এই ভারতীয় চা আমাদের দুই দেশের কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই নয়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে, যেখানে চা-পানের চল আছে সেখানেই, সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে সাহায্য করে।
উপহার গ্রহণ করার পর মেজর গাগারিন ধন্যবাদান্তে বলেন যে, সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট বিশেষ পরিচিত এই ভারতীয় চা সোভিয়েত ও ভারতের মানুষের সম্প্রীতির ব্যাপ্তি সাধনে আরো সাহায্য করবে।

পশ্চিম বাংলার কুটিরশিল্প

উৎসবে • আনন্দে • গৃহসজ্জায়

নিত্যসঙ্গী

প্রাপ্তিস্থান :

সরকারি বিপণন কেন্দ্র—কলিকাতা ও হাওড়া

৭/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট ; ২৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ; ১৫৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ ; ১২৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট; গ্রাণ্ড হোটেল প্রবেশ পথ ; গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দক্ষিণ (হাওড়া), এবং

ওয়েষ্ট বেংগল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেডের

নিম্নোক্ত বিক্রয় কেন্দ্র।
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সিউড়ি, মালদা, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, কালিম্পং ও আগ্রা (তাজমহল প্রধান তোরণ)

ডোকরা শিল্পের কাজ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **শিল্প অধিকার**
(কুটির-শিল্প বিভাগ)

১, হেস্টিংস স্ট্রীট (দশমতল), নতুন মহাকরণভবন, কলিকাতা-১
কর্তৃক প্রচারিত

সুলেখা

আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ

গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।

কালির সেরা **সুলেখা**

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

PROMISE OF PROGRESS

With the Third Five Year Plan, India enters the most momentous decade of her development. Today's battlegrounds are in the steel-works and mines, the very foundations of our economic growth ; in the shipyards, the aircraft factories and the locomotive works that help us to meet our transport needs ; in the schools and institutions where the new techniques of industry are assiduously acquired and imparted ; in the hospitals where life is so often triumphant because it is aided by science.

Indian Oxygen Limited is happy to be participating in this exciting race for progress. Its fast expanding supply of industrial gases and welding and cutting equipment is helping these industries to meet the strenuous challenges of development ; its medical gases and anaesthetic equipment are in use in every hospital ; and its welding schools and research keep India abreast of the latest advances in industrial processes and techniques.

INDIAN OXYGEN LIMITED

IOC-39

ঢেঁকিছাঁটা চাল

বিশেষজ্ঞদের মতে কলে ধান ভানলে অতিরিক্ত পালিশের ফলে শতকরা ১৫ ভাগ প্রোটীন, ৮০ ভাগ স্নেহ পদার্থ ও ৫০।৬০ ভাগ খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায় এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ কলেছাটা চাল খেলে নানা রোগ দেখা দেয়।

এ ছাড়া দেখা গেছে যে সম-পরিমাণ ধান ঢেঁকিতে ভানলে কল অপেক্ষা বেশী চাল পাওয়া যায়।

ঢেঁকিছাঁটা চাল খাওয়া মানেই অসংখ্য বেকার কর্মির কর্মসংস্থান। একটি হলার কল ৫০ জন ও একটি শেলার কল ২৫০ হইতে ৫০০ ভানুনিকে জীবিকাচ্যুত করে।

সুস্থ সবল সমাজ গড়ে তুলতে ও বেকার কর্মির কর্মসংস্থান করতে ঢেঁকিছাঁটা চালের অবদান অনস্বীকার্য্য।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ্ কর্তৃক প্রচারিত

With best Compliments of :

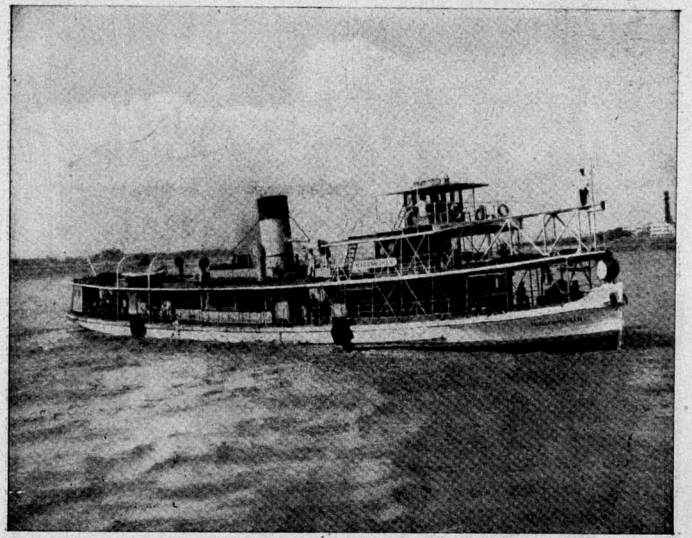

THE

EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

Managing Agents :

RAJA SREENATH ROY & BROS., PRIVATE LTD.

87, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA-5

নতুন
জীবনের
নতুন
দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং রুগ্ন স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

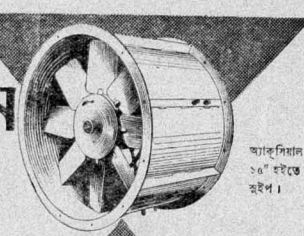

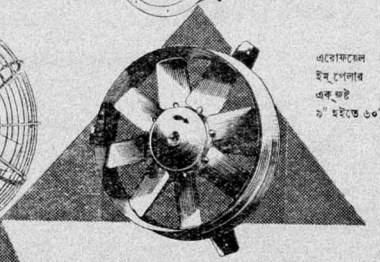

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

ক্যালকাটা ফ্যান

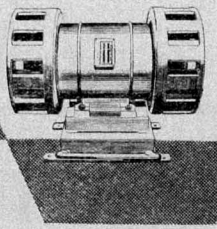

ভারতীয়
শিল্পের
সহযোগিতায়

ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস : ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬
সিটি সেল্স্ অফিস : ১২বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে জানতে হলে

পড়ুন

গণতান্ত্রিক জার্মানির

ভারতস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি-সংস্থা প্রকাশিত

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

তথ্য-পত্রিকা

(চিঠি লিখলে বিনামূল্যে পাঠানো হয়)

জার্মানি সম্পর্কে খবরাখবর জানবার আরো কয়েকটি পত্রিকা

● জি-ডি-আর কালচারাল সীন ● স্পীক জার্মান

● জার্মান এক্সপোর্ট ● ফরেন অ্যাফেয়ার্স বুলেটিন

● উইমেন অফ দি ওয়ার্ল্ড ● ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ

● জি-ডি-আর ইকনমিক রিভিউ

(এই পত্রিকাগুলিও বিনামূল্যে পাঠানো হয়ে থাকে)

জার্মানির শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও

অন্যান্য বিষয়ে খবরাখবর পাবার জন্য নিম্নলিখিত

ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বাণিজ্য প্রতিনিধি-সংস্থা

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

পি ১৭, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১৩

সর্ব ঋতুতে সর্ব উৎসবে

বাংলার রেশম

সেই সংঙ্গে কুটীর ও গ্রামীন শিল্পের বিরাট সমাবেশ

পশ্চিম বঙ্গ রেশম শিল্পী

সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত)

—ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—

১। ১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

২। কুটীর শিল্প বিপণি,
১১এ, এসপ্ল্যানেড্ ইষ্ট, কলিকাতা-১

৩। ১৫৯।১ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

শান্তিনিকেতনের অতিথি ভবন···

শান্তিনিকেতনের নানা দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে
একটি ছোট একতলা লতা ও গাছ ঘেরা বাড়িও পড়ে।
বাড়িটির নাম রতন কুঠী।

১৯২৪ সাল থেকে নানান দেশের যে সব জ্ঞানী, গুণী
ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বভারতীতে পড়াতে এসেছেন তাঁরা এই
রতন কুঠীতে থেকেই ভারতীয় আতিথেয়তা ও সংস্কৃতির
একটা শ্রেষ্ঠ দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।
এঁদের মধ্যে সিলভ্যাঁ লেভি ও ডি সুজুকী, এম্ উইনটারনিটস্
ও জ্যঁ পিয়ন, এম্ কলিনস্ ও এল্ বোগডানভের নাম
উল্লেখ করা যেতে পারে।

জ্ঞানী, গুণী ও বরেণ্য অভ্যাগতদের জন্য রতন কুঠী
অতিথিভবনটি রবীন্দ্রনাথ স্বয় রতন টাটা চ্যারিটিজের
সহায়তায় নির্মাণ করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই রেখাচিত্রগুলি শান্তিনিকেতনের
রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে প্রাপ্ত আলোকচিত্র থেকে অঙ্কিত।

JWTTN 4948

দি টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড

সেরা কাজের
জন্য—

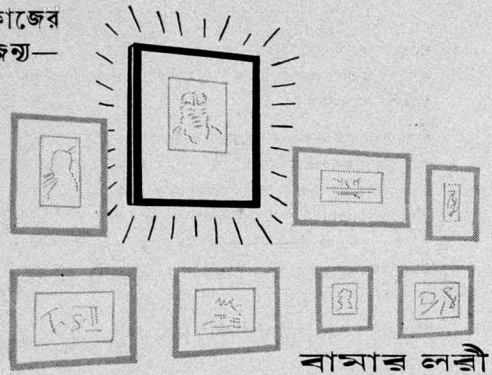

বাম্মার লরী
১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের সেবায় নিয়োজিত।

কেবলমাত্র স্তম্ভপৃষ্ঠ ও প্রাচীরগাত্রের শিল্পকলাই নহে—
সুষ্ঠু স্যানিটারী ব্যবস্থা ও গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্যবোধের
অন্যতম প্রতীক

কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম্

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত স্যানিটারী প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল
ব্যবসায়ে নিয়োজিত

১৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কালীঘাট, কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৪৬-১২২৩ গ্রাম : কুমারস্যানিট

ডানলপিলো
তোশক বালিশ কুশন

যে কোন
উৎসবের
দিনে
শোভন
উপহার

DPC-127 BEN

মনোমুগ্ধকর এই
অতুলনীয় সুগন্ধি
সবারই প্রিয়!

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

✳

কেশবিন্যাসে অপূর্ব অবদান...

ক্যান্থারাইডিন

কেশ তৈল

✳

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

আপনার ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়মিত আয়

আপনি নিজেই নিজেকে একটি উপহার দিন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'ন। এখন একটি 'এন্যুয়িটি' পলিসি কিনলে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটি নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা পাকা হবে। কত বয়স থেকে আপনার এই আয় শুরু হওয়া দরকার আপনি ঠিক করে নিন, আর মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক—কি ভাবে প্রিমিয়াম দিলে আপনার সুবিধা হয় তাও ঠিক করে ফেলুন। তারপর আপনার জীবন বীমার এজেন্টের কাছে বিস্তারিতভাবে সব খবর জেনে নিন। তিনি আপনাকে সাহায্য করবার জন্যই রয়েছেন। আপনার আয় যাই-ই হোক আপনার উপযোগী পলিসি পাবেন।

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই

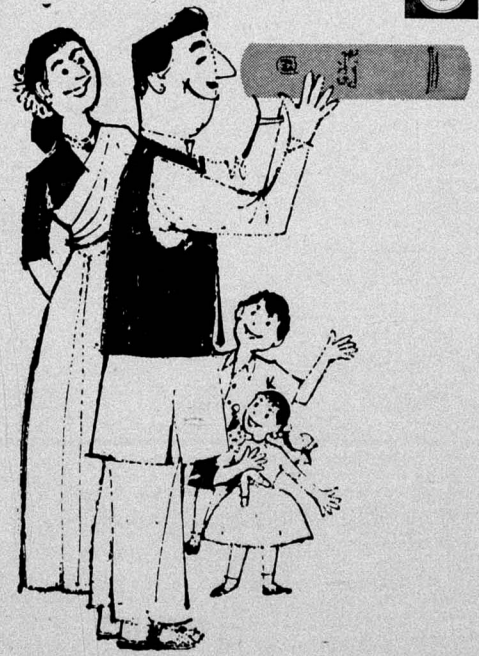

LIC-B 37 BEN

My dad's really clever

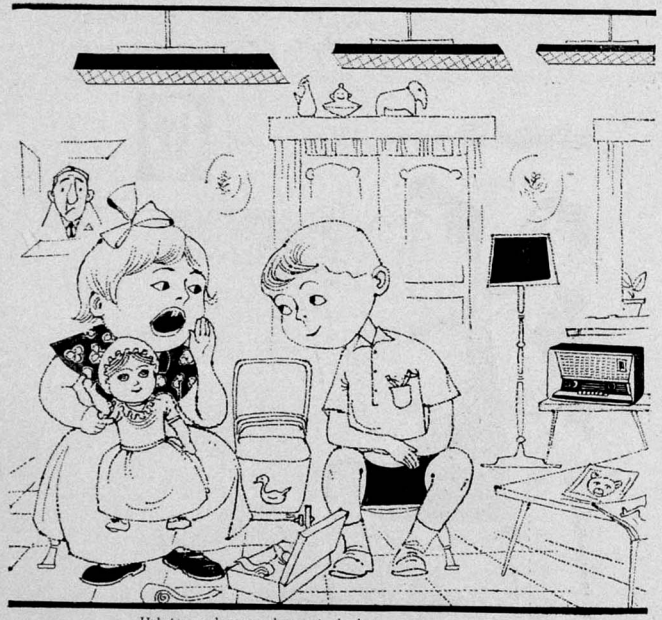

He's just made some changes in the house.
He's bought us a lovely radio. Now I can learn
new songs and dance to the music. And the lights he
has fixed — they're wonderful ! They've made it
so easy for me to dress the dolls and draw pictures.
My room looks like a grand fairyland !

Dad says he did it all himself — but I know he
called in somebody called Philips !

PHILIPS INDIA LIMITED

PHILIPS

JWTP 4923

কোলে গ্লুকোজ বিস্কুট

রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত

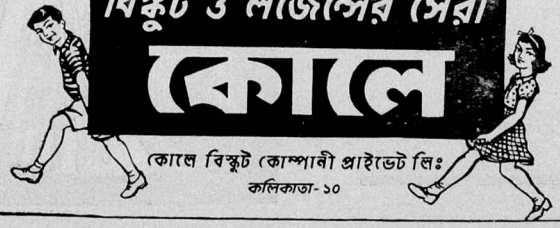

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা

কোলে

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য...

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও দূরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/G

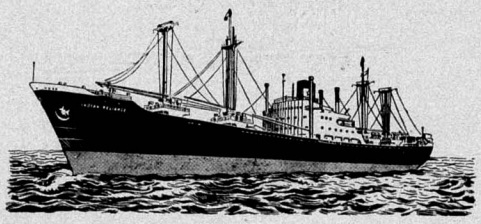

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিঃ

ভারত-যুক্তরাজ্য-কন্টিনেণ্ট সার্ভিস

আমাদের বিদেশগামী জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লণ্ডন, লিভারপুল, ডাণ্ডী, এণ্টওয়ার্প, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন ও অপরাপর ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল বন্দরেও যাতায়াত করে

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ (প্রাইভেট) লিঃ

"ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ হাউস"

২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩ - ১১৭১ (৮টি লাইন)

অবসন্ন শরীর ও মন

চাঙা করিবার পক্ষে—

বোরাহীর চা

সর্বশ্রেষ্ঠ

★

স্বাদে গন্ধে রঙে

অনুপম চায়ের জন্য

বোরাহী টী কোং লিমিটেড্

৯ ব্যাবোর্ণ রোড্

কলিকাতা ১

টেলিফোন ঃ ২২-২৩৬৩-৬৪-৬৫

সেলাই করি ঝরঝরে,
টাকা বাঁচাই কর্‌করে
আমার নতুন

উষা

সেলাই কল দিয়ে!

উষা সেলাই কল কেনবার আগে আমি ভাবতেই পারিনি, সেলাই ক'রে এত আনন্দ পাওয়া যায়। **উষা** কিনে সত্যি আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। ছুটো বাড়্‌তি পোশাক-আশাক পরতে কার না সাধ যায়! কিন্তু খরচের ভয়ে পারা যায় না। এখন সেই সাধ মিটছে; কেননা নিজে হাতে সেলাই ক'রে অনেক খরচ বাঁচছে।

আমার **উষা** নিয়ে আমাকে কখনও কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি; আর কি সুন্দর সেলাই হয় এতে! **উষা** ছাড়া আমার কিছুতেই চলবে না।

লোকে ঠিকই বলে, যখন বলে, "**উষা** দিয়ে সেলাই ও সঞ্চয় কর"।

যদি আগে কখনও কলে সেলাই না ক'রে থাকেন, তা'হলে আপনি খুব শিগ্‌গির এবং সস্তায় তা শিখতে পারেন, যে-কোনও **উষা** সেলাই এবং এম্‌ব্রয়ডারী স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে। বিশদ বিবরণ জানবার জন্যে আপনার বাড়ীর কাছাকাছি কোনো **উষা** বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করুন বা পোস্ট বক্স ২১৫৮, কলিকাতাতে চিঠি লিখুন।

২১৫M/33

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

দীপ্তি - আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

খাস জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

'দীপ্তি' মার্কা এনামেলের বাসন অল্পদিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

KALPANA-27 B.B

SAREES,
RAW SILKS,
ALL HOUSEHOLD LINEN

TOYS, TEASETS,
LEATHER-GOODS AND
OTHER HANDICRAFT
PRODUCTS

7/1, LINDSAY STREET
CALCUTTA-16
TELEPHONE-24-3990.

ISSUED BY THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL

کیلی پمب کتئ پٔتیوٗ اَتھوٗ
کونگ کُوٗئ رنگ کرنا ویو
زأوُلِ شال وونیو ہٕتیوٗ اَتھوٗ
کونگ کُوٗئ رنگ کرنা ویو

"আমি এটি জাফরাণ রঙ্গে রাঙ্গিয়ে নেবো এবং এই রঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে একটি শালও আমি বুনবো।"

মনোরম জাফরাণ রং

কাশ্মীরী নববধূটি তাঁর নতুন ঘর সাজানোর কাজে মগ্ন থেকে মনে মনে স্থির করলো যে সে নিজের হাতে একটি **পশমিনা** বুনবে।

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী

ALL INDIA HANDLOOM BOARD

একটি জাতীয় উত্তরাধিকার

DA 61/562

টানলেই বোঝা যায়

ক্যাপস্টান

ক্রাশপ্রুফ ২০ টির প্যাকেট

ক্যাপস্টান সিগারেট এখন ২০টির 'ক্রাশপ্রুফ' মজবুত প্যাকেটে কিনতে পারেন—দুমড়ানোর ভয় নেই। নীল ও সোনালী রঙের চলতি ১০টির প্যাকেটে চান তা-ও পাবেন। যে প্যাকেটই নিন, প্রত্যেকটি ক্যাপস্টান সিগারেট বরাবর যেমন, আজো তেমনি স্বাদে ও গন্ধে সমান উপাদেয়…টেনে সুখ। তাইতো বরাবরই লোকে বলে "ক্যাপস্টান যে ধরেছে সে-ই মজেছে"।

নীল ও সোনালী রঙের চলতি ১০টির প্যাকেটেও পাবেন

উইল্স্-এর ক্যাপস্টানের তুলনা নেই

JWTCC 144A

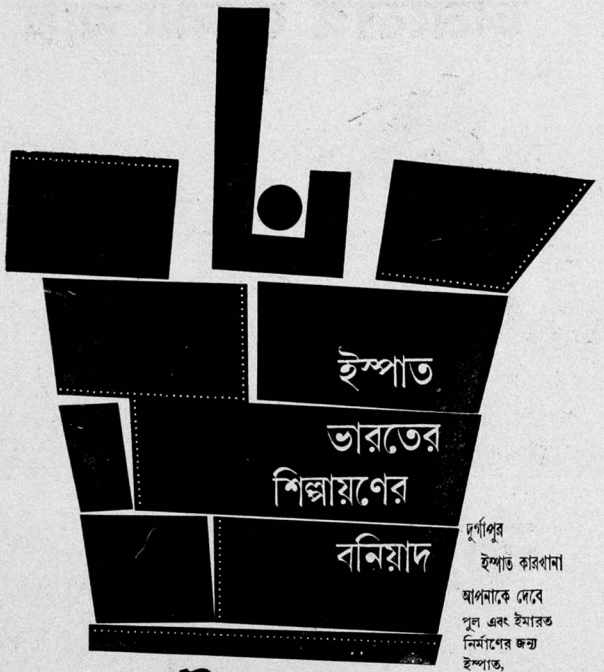

দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ কোং লিঃ

সাইমন-কার্ভস লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ তেক্তি এবং ইউনাইটেড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিজ (রাগবি) লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিজ (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এ্যারল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ক্লিভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেবল গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

সুন্দরম্-এর আগামী সংখ্যা

আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের দ্বিতীয় খণ্ড

চেকোশ্লেভাকিয়া

জুগোশ্লাভিয়া

রুমানিয়া

আলবানিয়া

হাঙ্গারি-র

ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা

। অজস্র চিত্র সম্বলিত।

এছাড়া আছে কোলকাতায় ললিতকলা আকাদেমী কর্তৃক অনুষ্ঠিত
আর্টিষ্ট কনফারেন্স সম্পর্কে সুভো ঠাকুরের সুস্পষ্ট মন্তব্য —
"দালালদের হাত থেকে বাংলার চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পীদের সম্মান রক্ষা করুন"

আনুমানিক মে মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হবে।
সুন্দরম্ অফিস :— ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স। ৭নং, চৌরঙ্গি, কলিকাতা।
টেলিফোন : ২৩-২৭৭৭

সুন্দরম্। ষষ্ঠবর্ষ। তেরশো আটষট্টি। দ্বিতীয় সংখ্যা।

বিষয় আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। দ্বিতীয় খণ্ড।

সূচীপত্র

সুভো ঠাকুর উবাচ
রাজনীতি, শিল্প ও শিল্পী

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য : সের্গেই কোনেনকফ	**বিশেষ প্রতিনিধি**
সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা : ভেরা মুখিনা	**শঙ্কর দাশগুপ্ত**
পুরাতনী [সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী সম্পর্কে আলোচনা]	**অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়** **যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়** **অতুল বসু ও প্রভাত দত্ত**
সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য	**রাণা বসু**
একটি ভাস্কর্যের উপর কবিতা	**অমূল্যকুমার চক্রবর্তী**
পূর্ব-জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্য	**সুকুমার ঘোষ**
খবরাখবর	**নিজস্ব সংবাদদাতা**

অঙ্গসজ্জা | রণেন আয়ন দত্ত

সুভো ঠাকুর উবাচ

রাজনীতি, শিল্প ও শিল্পী

"There is a basic similarity between the psychology of notorious gangsters and eminent politicians."

গতবারে সুন্দরম্-এ 'সুভো ঠাকুর উবাচ' পোড়ে অনেকে মন্তব্য কোরেছেন : 'শিল্প' নিয়ে আবার রাজনীতি কেন? 'সুভো ঠাকুর উবাচ' লেখাটি সুন্দরম্-এর ন্যায় উচ্চ আদর্শের সৌন্দর্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক পত্রিকাটিকে গুরুচণ্ডাল দোষে দুষ্ট হোতে বাধ্য কোরেছে। শিল্পী-দের দাবী-দাওয়া সম্পর্কিত ঐরূপ রাজনৈতিক ঝাণ্ডা-ধারী ও শ্লোগান-ধর্মী আলাপ-আলোচনা না হোলেই বোধহয় ভাল ছিল। তাতে কোরে উক্ত পত্রিকার উচ্চ আসনের মর্যাদা রক্ষা করা অনেক বেশী সম্ভব হোতো।

এর উত্তরে সুভো ঠাকুর কিন্তু বলে : 'যস্মিন দেশে যদাচার'-এর ন্যায় 'যস্মিন কালে যদাচার'-ই হোলো এ-যুগের মর্মবাণী!

এ-যুগে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী শিক্ষা-বিদ—এমন কি চিকিৎসকের অন্দি শিরা উপশিরায় উপদংশের মতো মন্ত্রীত্বের অথবা অর্ধমন্ত্রীত্বের লোভ আতঙ্কিত কোরেছে আপামর জনসাধারণকে। মন্ত্রী না হোলে অর্থাৎ মোটরের মুখাগ্রভাগে সিংহরূপী বিড়ালের উড্ডীয়মান পতাকা না থাকলে তাদের সকল দর্শন, সকল সাহিত্য, শিক্ষা সাধনা ও অধ্যাপনার যেন অন্তিম নাভিশ্বাস!

পূর্বে দেখা যেতো, ভারতবর্ষের আদর্শ অনুযায়ী যে-কোনো বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের এবং গুণীজনদের সম্মান সর্বাগ্রে। স্বয়ং মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ কোরে নগ্নপদে নেমে এসেছেন মাটিতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁদের মাথায় সম্মানমুকুট পরিয়ে নিজেদের সম্মানিত কোরতেন তাঁরা। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' কিন্তু আজ সেখানে দেখা যাচ্ছে উপমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত না হোলে স্বয়ং কালিদাসও হয়তো তাঁর সকল কবি-প্রতিভা নিয়ে সাহিত্য আকাদমীর দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকাদিতে ভূমিকা লেখা তো দূরের কথা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অপাংক্তেয় হোতে বাধ্য হোতেন।

হায় মন্ত্রীত্বের লোভ। সকল মহত্ত্বের মূলমন্ত্র যেন তোমার মধ্যে লুক্কায়িত। কবি ভুলে যায় প্রেয়সীর কথা! শিল্পী ভুলে যায় শ্রেয়সীর কথা। দার্শনিকের সকল দর্শনের মাহাত্ম্য ওই মন্ত্রীত্বের মধ্যেই বুঝিবা অধি-ষ্ঠিত! এমন কি ধন্বন্তরী চিকিৎসকের ইনজেক্সানও জল-পদার্থের নামান্তর মাত্র—যদি না তিনি মন্ত্রী হন।

রাজনৈতিক নির্বাচনী-প্রচার-অভিযানে দেশের নর্তক, নর্তকী, নট নটী, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক এমন কি চিত্রতারকারা ইস্তক সবাই অংশগ্রহণ কোরে তাঁদের স্ব স্ব সুমহান উপজীবিকার মাহাত্ম্য প্রকাশে সক্ষম

হোয়েছেন। একমাত্র দেখা যায় চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর্য-শিল্পীরাই সর্বব্যাপারের ন্যায় এ-ব্যাপারেও অনেক পিছনে পড়ে।

অতঃপর, এ-যুগে সংস্কৃতির যে-বিভাগে ভাবী মন্ত্রিত্বের, এম-পি, এম-এল-এ—উপমন্ত্রী, রাজ্যমন্ত্রী এবং মহামন্ত্রী সম্পর্কে সঠিক এবং সক্রিয় সচেতনতা নেই সে-বিভাগ এ-যুগে লুপ্ত জন্তুদের ন্যায় অবশ্যই এক্সটিংট হোয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট। তাই সুন্দরম্-এর গত সংখ্যায় 'সুভো ঠাকুর উবাচ'-তে যদি কিছু রাজনীতি ধরা পড়ে থাকে তবে তা জানবেন—এই অবলুপ্তির পথ থেকে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর্য-শিল্পীদের টেনে তোলার জন্য সুভো ঠাকুরের নিতান্তই সাদামাটা সামান্যতম একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আজকের পৃথিবীতে অবশ্যম্ভাবী দুর্নীতির মতোই রাজনীতির অবস্থান। রাজনীতি বাদ দিয়ে শিল্পীদের দাঁড়ানো এ-যুগে আর সম্ভব কি? এর সঠিক হদিস দিল্লীস্থ আকাদমীত্রয়ের ত্রিবেণী সংগমে আবক্ষ অবগাহনের পর হয়তো বা পাওয়া যেতে পারে।

এতদ্ভিন্ন, গতবারের সংখ্যায় ঐ 'সুভো ঠাকুর উবাচ' পোড়ে আরো অনেক পাঠক-পাঠিকা সুভো ঠাকুরের অকৃতজ্ঞতার কথাও উল্লেখ কোরে পত্রাঘাত কোরতে কসুর করেন নি। লিখেছেন: "সুভো ঠাকুর নিজে 'বাংলার মছলন্দে আসীন নবনবাবকুলের' কাছ থেকে এবং 'দিল্লীস্থ লালকেল্লার কৃষ্টির কোতোয়ালদের' কাছ থেকে কিছু কম সাহায্য পেয়েছেন কি? যদি পেয়ে থাকেন, তবে একথা লেখেন কোন মুখে? অতঃপর, সুভো ঠাকুরী ভাষাতেই—'বিদ্যাসাগরের উক্তি মনে পড়ে যে'।"

"ডাঃ রায় তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সুভো ঠাকুরকে তার আশার অতীত সাহায্য কোরেছিলেন একদা। অধুনা কেন্দ্রের সংস্কৃতি-দপ্তরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবির (তখন যদিও মন্ত্রী ছিলেন না) তাহোলেও তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের মাধ্যমে যথাসম্ভব সাহায্য কোরতেও কমতি করেন নি সুভো ঠাকুরকে। সুভো ঠাকুরের লিখিত 'সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা'র বহু স্থানে একথার স্বীকৃতি আছে। সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ রায় এবং হুমায়ুন কবিরের নামে নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচ্ছন্নভাবে—দেশের শিল্পীদের জন্যে তাঁরা কিছুই করেন নি—এইরূপ মন্তব্য কোরে প্রকারান্তরে বাঙালী হোয়ে বাঙলার মহৎ ব্যক্তিদের হেয় প্রতিপন্ন করার চিরাচরিত যে চাল, তারই পুনরাবৃত্তি কোরেছেন মাত্র।"

সুভো ঠাকুর এই সকল পত্রের উল্লিখিত মন্তব্যের উত্তর দান প্রসঙ্গে বলে: উপরোক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবয় সুভো ঠাকুরকে যদি সাহায্য কোরেই থাকেন তবে উপযুক্তকে সাহায্য করা তাঁদের কর্তব্য কর্ম সমাপন হিসেবে ধরলে কি খুব দোষের হবে? 'সুভো ঠাকুর উবাচ'-তে সুভো ঠাকুর মাত্র উল্লেখ কোরেছিলেন সমষ্টিগতভাবে শিল্পীদের দাবী-দাওয়া ও দুঃখ-বেদনার কথা। বাংলাদেশের শিল্পীদের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ নয় উদাসীন অথবা অনভিজ্ঞ থাকার দরুণই সুভো ঠাকুরের নামে এরূপ দোষারোপ কোরে পত্রাঘাত সম্ভব হোয়েছে। বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-এর ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে তাঁর অপরিমিত গুণাবলী সুভো ঠাকুরের সকল উক্তির আঁকে বাঁকে যেন সর্বদাই উঁকি মারতে উদব্যস্ত। সুসাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি ও 'চতুরঙ্গ' সম্পাদক হিসেবে হুমায়ুন কবিরের প্রতিও ওর এডমিরেসনের অন্ত নেই। তবু সুভো ঠাকুর বোলতে বাধ্য হয়: তাঁরা দুজনেই, বিশেষ কোরে বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগতের একান্ত অবহেলিত এবং কোণ-ঠাসা যে বিভাগ—সেই কলা বিভাগের জন্য আজ অব্দি কিছুই করেন নি। তাঁদের সে ক্ষমতা বাংলাদেশের শিল্প ও শিল্পীদের জন্য আজও অব্যবহৃত থাকাতেই সুভো ঠাকুরের ও-হেন আফশোষ।

যতদিন ডাঃ রায় জীবিত আছেন ততদিন তাঁর স্থানে বাংলাদেশের অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভাবাই অসম্ভব। সংস্কৃতির রাজ্যমন্ত্রী হুমায়ুন কবির একমাত্র রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তা হিসাবে নিজ অর্জিত গৌরবেই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পুরোপুরি সংস্কৃতি-মন্ত্রী থাকার দাবীদার। সুভো ঠাকুরের আপত্তি শুধু, এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁদের মতো ব্যক্তিদেরও ভোটের ঝুলি কাঁধে মন্ত্রিত্বের মোহে দ্বারে দ্বারে আত্মকীর্তন গেয়ে এবং মোড়ে মোড়ে সিনেমা নটীর মতো প্রচার পত্রের নামাবলী অঙ্গে ধারণ করে 'ফড়ে' সমভিব্যাহারে ভোট ভিক্ষা কোরতে দেখা যায়...তখন মানুষের, বিশেষতঃ যাঁরা সত্যিকারের মানুষ, তাঁদের এইরূপ মন্ত্রীত্ব পদের লালসার প্রতি যদি ধিক্কার জাগে মনে তাহোলে খুব অন্যায় হবে কি? দেশের যাঁরা সত্যিকারের কাজ করেন গৌরবের সঙ্গে তাঁদের গলায় মালা দিয়ে নিয়ে এসে তাঁদের উপযুক্ত আসনে বসালে তবেই সবার মঙ্গল হোতে পারে। স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভোটের ব্যাপারে যে লাঞ্ছনা তা যেমন বেদনাদায়ক তেমনি সকরুণ।

অশীতিপর বৃদ্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রতিদিন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মোটরে চোড়ে বাড়ী থেকে দপ্তরে এবং দপ্তর থেকে বাড়ীতে যাতায়াত কোরছেন দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। সেই তাঁকে যখন আবার দেখি চৌরঙ্গি অথবা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের পথে পথে ভোট ভিক্ষার জন্য ভিক্ষুকের ন্যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে তখন গুরুদেবের কথাই স্মরণ হয় শুধু: 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহঃ'—মন্ত্রিত্ব ছাড়াও কি তাঁরা নিজ ধর্মে শ্রেষ্ঠ এবং দেশপ্রিয় ছিলেন না?

সুন্দরম্-এর এই সংখ্যা সম্পর্কে

সুন্দরম্ শিল্পকলার কাগজ। সেই তার পরিচয়। এর পরও কেউ যদি তাকে বিশেষ কোনো দলভুক্ত কোরতে চান তাহোলে দুঃখের হবে। সুভো ঠাকুরী ভাষায় বোলতে গেলে বোলতে হয়—যদি সে কোনো 'ইষ্ট' হয়—তবে সে একমাত্র আর্ট'ইষ্ট'-ই।

ইতিপূর্বে সুন্দরম্-এর আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের প্রথম খণ্ডে পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাঁদের ভাবধারা বা দর্শন, সাধারণ্যে ধরার প্রচেষ্টা হোয়েছে। তার কারণ এই নয় যে পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরম্-এর সাংস্কৃতিক মতবাদ।

অতঃপর সুন্দরম্-এর এই আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের দ্বিতীয় খণ্ডে রুশ ও পূর্ব ইওরোপের ভাস্কর্য-প্রতিভা ও তাঁদের মতবাদ সসম্মানে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টার কারণ বাংলা ভাষার মারফৎ এদেশের সৌন্দর্যরসিকদের সর্বদেশীয় সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন করা।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় রুশ ভাস্কর্য সম্পর্কে বোলতে গিয়ে এক জায়গায় আছে, 'রাশিয়ান স্কাল্পচার হ্যাজ নো পাষ্ট টু রেকর্ড'। একথা কতোখানি সত্য তা চাক্ষুষ যাচাই করা সম্ভব হয়নি কারণ পৃথিবীর বহুদেশে ভ্রমণ কোরলেও রুশ-দেশ ভ্রমণ বাকী রয়ে গেছে সুভো ঠাকুরের। তবে একথা সত্য—এই রুশ দেশের ভাস্কর্য-প্রতিভার যে সামান্যতম পরিচয় আমরা প্রকাশ কোরতে সক্ষম হোয়েছি, তা যোগাড় কোরতে আমাদের হিমসিম খেতে হোয়েছে দস্তুর মত। কারণ ইংরাজীতে লেখা সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বই ভারতবর্ষে নিতান্তই বিরল।

বাস্তবধর্মী রুশ ভাস্কর্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন এবারে আমরা প্রচ্ছদ-চিত্র কোরে ছাপতে পেরেছি বোলে গৌরব বোধ কোরলেও বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাস্করের নাম না-দিতে পারার জন্য ততোধিক ক্ষুণ্ণ হোয়েছি।

তবে অতো বড়ো মহান দেশে ভাস্কর্যের কোন ঐতিহ্য নেই একথা শুনলে সত্যই মন বিদ্রোহ করে।

পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্কর্যের মধ্যে যে অপরীসিম মুক্তির আনন্দ হিল্লোলিত যা অনেক সময় এমন কি উন্মত্ততার প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছিয়েছে—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কঠিন বাস্তবধর্মী আইনের অক্টোপাসে আবদ্ধ হোয়েও রুশ ভাস্কর্য রসলোকের রহস্য দ্বারে সুনিশ্চিত করাঘাতে সক্ষম। সেইজন্য রুশ ভাস্কররা পশ্চিম ইওরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাস্করদের চেয়ে—ভিন্ন চিন্তা ভিন্ন চিত্তের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন অংশে খাটো বলে তো মনে হয় না।

বাস্তবধর্মী আদর্শবাদিতার তুলাদণ্ডে ওজন কোরলে দেখা যায় পোল্যাণ্ড রুশের পাশাপাশি থাকলেও অনেক বেশি আঙ্গিকের দিক দিয়ে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় সুদূরের পিয়াসী। পোলিশ শিল্পীর মনের এইদিকটি আমাদের স্বভাবতই হৃদয় স্পর্শ করে বুঝি!

এছাড়া পূর্ব জার্মানীর সব ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলিতেই মনে হয় যেন এক অদ্ভুত বেদনাকাতর আত্মা বেপথুমান। যুদ্ধকালীন অত্যাচারের নিষ্ঠুর সায়াহ্নের হতাশা-মণ্ডিত মলিন আলোয় প্রত্যেকটি মূর্তির মুখ যেন একই সঙ্গে আতুর ও উজ্জ্বলতায় পরিস্ফুট। স্থানাভাবে পূর্ব ইওরোপের সব দেশের ভাস্কর্য এই সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হোলো না সেই কারণে পরবর্তী সংখ্যাটি বাকি পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির সম্পর্কে যথাসম্ভব চিত্র ও তথাপূর্ণ কোরে প্রকাশিত হবে।

* * *

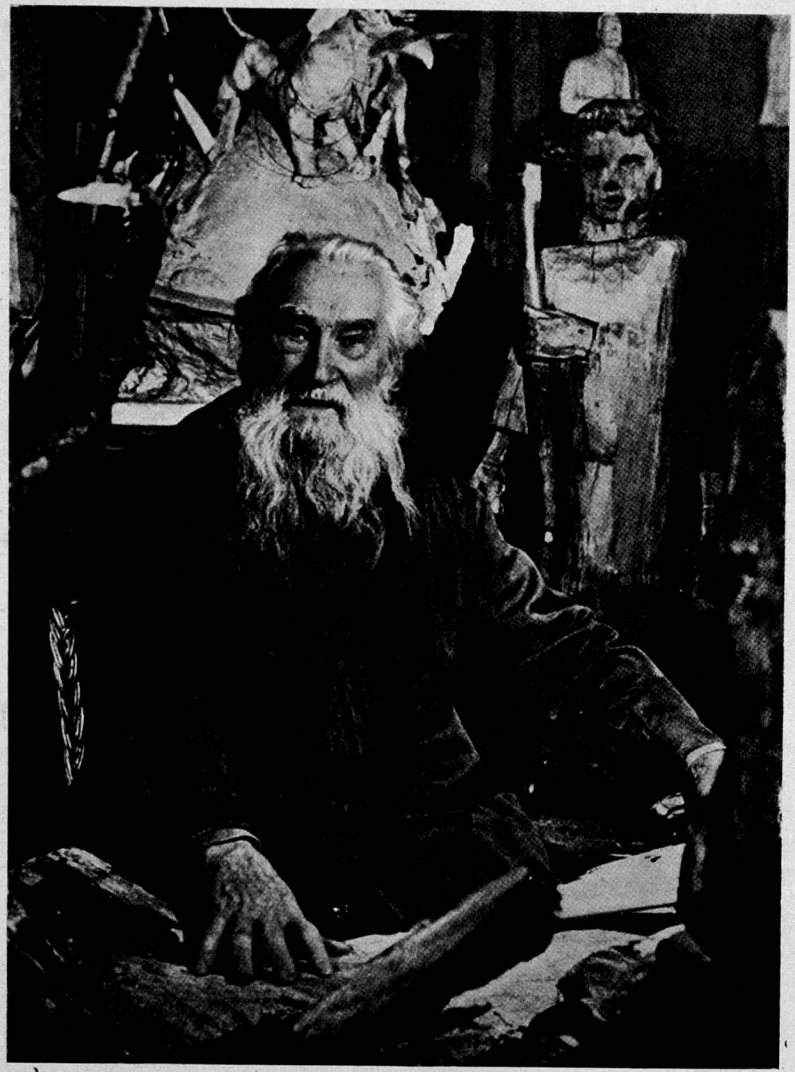

স্টুডিওর নিজস্ব পরিমণ্ডলে সোভিয়েত-ভাস্কর সের্গেই কোনেনকফ।

বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্য : সের্গেই কোনেনকফ

সুন্দরম্-এর বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমের শিল্পীদের মর্যাদার কথা বলছেন?

না। শিল্পী সেখানে স্বাধীন স্রষ্টা নয়। ফ্যাসানের দাস। ব্যবসায়ীদের হাতে চারুকলা পরিচালনার বল্গা। এই বণিকরা নির্দয় নির্মম। সেখানে একজন শিল্পীকে বছরের পর বছর অপরিচিত রেখে দেন এঁরা। সেই অস্বীকৃতির সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাঁর আঁকা ছবিগুলি কিনে রাখেন। সময় আর সুযোগমত সেইসব ছবি বিক্রি কোরে তাঁরা বেশ দুপয়সা কোরে নেন। যে-সব শিল্পী তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সামাজিক দুর্নীতির মুখোস খুলে দেন, তাঁরা অচেনা অজানা হোয়ে পড়ে থাকেন কিম্বা নানাভাবে খেসারৎ দিয়ে মরেন। যে-দেশে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েও সেখান থেকে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হোয়ে চলে আসতে হোল চার্লি চ্যাপলিনের মতো আমাদের কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীকে সেখানে শিল্পকলার স্বাধীনতার কথা ওঠে কি কোরে?

শিল্পকলার স্বাধীনতা!

এই স্বাধীনতার নানান ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ শিল্পীর এ-স্বাধীনতার মধ্যে দেখেন সমাজের দাবী থেকে রেহাই পাবার অধিকার। এঁরা নিজেদের তথা-কথিত স্বাধীনতার কথা বোলে ভরিয়ে দেন বিশৃঙ্খল রেখায় রেখায়, উদ্ভট জ্যামিতিক মূর্তি দিয়ে। এভাবে তাঁরা বাস্তবধর্মী ধারার 'সেকেলে' শিল্পকর্ম নিশ্চিহ্ন কোরে দিচ্ছেন বোলে মনে করেন। এই ধারাকে আমি সত্যিকার শিল্পকলা থেকে বিচ্যুতি বোলেই মনে করি। ব্যবসায়ী মহল তো আর বাস্তববাদের ধারা বরদাস্ত কোরতে পারেন না। কেননা বাস্তবধর্মী শিল্পীদের হাতে তাঁদের দুষ্ট ক্ষতগুলিরই উপরের আবরণ খসে পড়ে যায়।

আমার অভিমতে শিল্পীর ধর্মই হোচ্ছে জীবন ও জগতের গভীরে প্রবেশ কোরে তার সারমর্ম যথাসাধ্য সকলের বোধগম্য কোরে তোলা। শিল্পী এই কর্তব্যের দায় থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না।

তিনি রূপ দেবেন নিজের উদ্ভট কল্পনাকে নয়, ফুটিয়ে তুলবেন বাস্তবজীবনের সত্য। প্রকৃতির অভি-প্রায়—শিল্পী হবেন জনগণের নেত্র, জনগণের হৃদয়। শিল্পী যদি সৃষ্টি করেন কেবল নিজের জন্য বা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ জনের জন্য তা হোলে তাঁর সে-সৃষ্টি একেবারে নিরর্থক। শিল্পী অতিমানব নন। তিনি ভুল কোরতে পারেন, অনেক সময় ভুল করেনও। সুতরাং

অপরের মতামত দ্বারা নিজের অভিমত তাঁকে যাচাই কোরে নিতেই হয়। বলা বাহুল্য, নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সৃষ্টি করার স্বাধীনতা শিল্পীমাত্রেরই রয়েছে, কিন্তু অপরের দিকে তিনি চোখ আর কান বন্ধ কোরে থাকতে পারেন না। তা কোরতে গেলে তিনি নিজেকেই হারিয়ে ফেলবেন।

কথাগুলি কে বোলেছেন?

এ-যুগের বিখ্যাত সোভিয়েত ভাস্কর কোনেনকফ। সেগেই কোনেনকফ। উনিশশো একষট্টি সালে যাঁর বয়স চুরাশি বছর পূর্ণ হোল।

রাশিয়ার স্মোলেনস্কায়া অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রামে জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে। এতো গরীব যে ঘরে একটা চিমনিও ছিল না। উনোনের জ্বলন্ত কাঠের চেলার আলোয় পড়াশোনা কোরতে হোত। বাবা-মা ছেলের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন।

পাঁচবছর বয়সে কার কাছ থেকে যেন রঙিন ছবি দেখে ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগলো। দেখতে দেখতে বাড়ীর আর পাড়ার আরো অনেকের দেওয়ালগুলো ভোরে যায় কাঁচা হাতের রেখাঙ্কনে। কিছুদিন পরে গ্রামের লোকের জানতে বাকী থাকে না সেই শিশু-শিল্পীর নাম। কেবলমাত্র ছবি আঁকা নয়, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজেও সে সুদক্ষ। বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়ে একদিন রয়্যাল অ্যাকাদমী অব ফাইন আর্টস্-এ ভর্তি হবার সৌভাগ্য হোল।

সেখান থেকে শিক্ষা সাঙ্গ কোরে স্বাধীন শিল্পী'র পদবী নিয়ে বার হোলেন কোনেনকফ। ডিপ্লোমার কাজের বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছিলেন বাইবেল থেকে : স্যামসনের শৃঙ্খল মুক্তি। শিল্পীর আপন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দৈত্য হোয়েছিল অনমনীয় যোদ্ধা আর

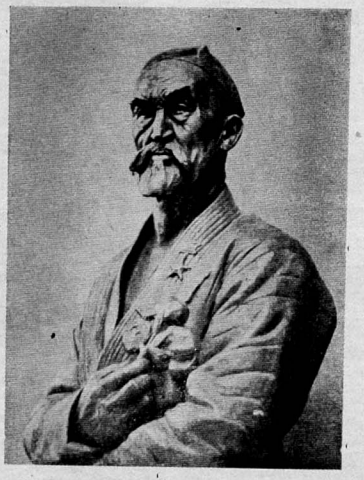

শ্রমিকবীরের প্রতিকৃতি। মূর্তিকার : ওয়াই, ভি ভার্কোচ্।

বিপ্লবী। রয়্যাল অ্যাকাদমীর বোর্ড স্যামসনের নব মূল্যায়ণে রুষ্ট হোলেন। ভাস্কর্য কর্মটি ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হোল। তবুও প্রতিভা রইল না অস্বীকৃত কিম্বা অবহেলিত। কিছু টাকা সংগ্রহ কোরে জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কোরলেন ভাস্কর। বিদেশ থেকে ফিরে এসে সোজা চলে গেলেন গ্রামের বাড়ীতে। পুরনো গোলা-বাড়ীর বেড়া আর ছাদি খসিয়ে নামিয়ে এনে তাই দিয়ে খাড়া কোরলেন তাঁর স্টুডিও। সেই স্টুডিওতে সম্পন্ন হোল তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম সৃষ্টি 'স্টোন ম্যাসন'। আঠারশো আটানব্বই সালে মস্কোর শিল্প-প্রদর্শনীতে একজন রাজমিস্ত্রীর এই মূর্তি দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। কোনেনকফ 'গ্র্যান্ড সিলভার' মেডেল পেলেন।

রাজমিস্ত্রীটি খালি পায়ে বসে আছেন উঁচু পাথরের ওপর। শ্রান্ত মুখেচোখে মেহনতি শ্রমিকের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছাপ। এ-মূর্তির মডেল হোয়েছিলেন যে শ্রমিক তাঁর নাম ইভান কুপ্রিন। শিল্পী বলেছেন, কুপ্রিনও আমাকে শিখিয়েছেন জীবনের অনেক কিছু। জ্বলন্ত সূর্যের নীচে উত্তপ্ত রাজপথে তিনি ভেঙেছেন খোয়া-পাথর। কাজ কোরতে কোরতে ওই রাজপথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উনিশশো পাঁচ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে অদম্য আকুতিই কোনেনকফকে টেনে নিয়ে এলো বিপ্লবের আবর্তে। স্বৈরাচারী জারতন্ত্র সে-বিপ্লব ব্যর্থ কোরে দেয়।

তারপর উনিশশো সতের সালের বিপ্লব। শিল্পী স্বচক্ষে দেখলেন ক্রেমলিনের উপর আক্রমণ—সেই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভ। বছরখানেক পর ঘটলো এক অভূত-পূর্ব ঘটনা। কোনেনকফের তৈরী বা-রিলিফের আবরণ উন্মোচন কোরলেন ভ্লাদিমির লেনিন। সেই ভাস্কর্য-কর্ম বিপ্লবেরই জয়গাথা।

উনিশশো চব্বিশ সালে রুশশিল্পীদের আঁকা চিত্র-সম্ভার নিয়ে কোনেনকফ যাত্রা কোরলেন মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ইসাডোরা ডানকানের সাবধান বাণী কানে বাজতে লাগলো, 'ওরা সত্যিকার শিল্পকলার কদর জানে না।'

সোভিয়েতের বিখ্যাত ভাস্কর ভি, এন, সকোলভ-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : 'শ্রমিক শ্রেণীর জয়'।

ঘটনাচক্রে কুড়ি বছর থাকতে হোয়েছিল কোনেনকফকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। ভাস্কর হিসাবে সেখানে যথেষ্ট সুনাম ছিল তাঁর। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর কোনেনকফের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই তাঁর নিজেরই লেখা থেকে। বাস্তবতার রূপায়ণে সোভিয়েত ভাস্কর্যকে বুঝতে সাহায্য করবে এই আশায় মন্তব্যগুলি নীচে উদ্ধৃত করা গেল :

"এখানে এসে দেখলাম জীবনের সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা শিল্পীদের পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। এ-দেশের জনগণের বৃহত্তম অংশই অকৃত্রিম শিল্পকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল। সোভিয়েত দেশে শিল্পী-সমাজকে

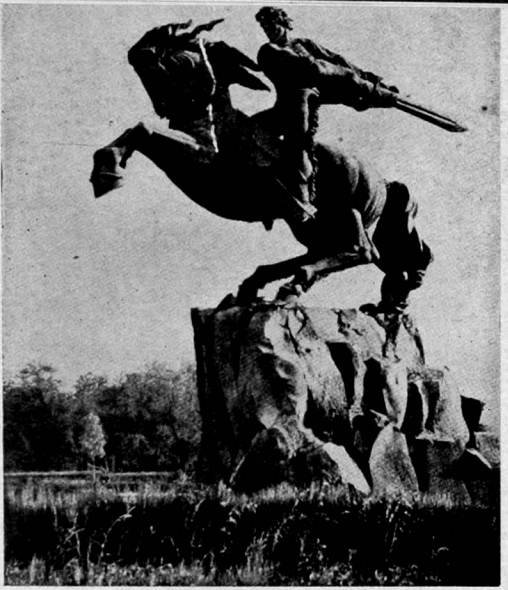

বাঁদিকের পৃষ্ঠায় :
সোভিয়েত-ভাস্কর ভি, পিচখুলুইয়ান নির্মিত আর্মেনিয় মহাকাব্যের এক বীরের স্মৃতিস্তম্ভ।

ডানদিকের পৃষ্ঠায় : ইভান শাদুর (ইভানভ)-কৃত ম্যাকসিম গোর্কীর আবক্ষ মূর্তি'

শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকদের মন যুগিয়ে চলতে হয় না। সোভিয়েত শিল্পী-সমাজের সামনে আছে এক বিশাল, আলোকপ্রাপ্ত ও সহৃদয় দর্শক সমাজ। বিশ্ব শিল্পকলার সেরা সৃষ্টিগুলির সঙ্গে সুপরিচিত সোভিয়েতের দর্শক সমাজ।

স্বদেশে ফিরে এসে জার আমলের রাশিয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আমার সেই ভাস্কর্য 'স্যামসন'-এর কাজ আবার তুলে নিলাম। এবার 'স্যামসন'-এর বিষয়বস্তু হোল নতুন। এবার দৈত্য তার দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা কোরছে না—একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে। স্যামসন রূপায়িত হোয়েছে এক বিদ্যুৎবর্ষী পটভূমিকায়। এই ঝঞ্ঝা 'সমস্ত ঝঞ্ঝা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা'র বিপ্লবী ঝঞ্ঝারই প্রতীক। আমার স্যামসন বন্ধনমুক্ত মানুষের মূর্ত প্রতীক। এই স্যামসন স্বাধীন শ্রমিক, স্বাধীন শিল্পী।"

একজন প্রথিতযশা শিল্পসমালোচক মুন্ সো নেই শিল্পী কোনেনকফের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি অনুপম ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন :

শিল্পীর বসবার ঘর। ঘরের মাঝখানে অদ্ভুত টেবিল। আসলে একটা গাছের গোড়াকে ঘসে-মেজে পালিস কোরে এই অভিনব টেবিল তৈরী হোয়েছে। টেবিলের একধারে কাঠের কাঠবেড়াল। কাছেই ঝক্‌ঝকে ঝিনুকের ছাইদানী। টেবিলের চারদিকে চেয়ারগুলোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার। পপলার গাছ থেকে খোদাই-করা সারস। অ্যাশগাছের গুঁড়ি থেকে তৈরী গোল চোখ প্যাঁচা, গর্বিত ঈগল পাখি, লতিয়ে-ওঠা সাপ, ডানামেলা রাজহাঁস। এসব ছাড়াও চোখে পড়বে আপেল কাঠে তৈরী জলচৌকী, বার্চকাঠের বেড়াল, ওক গাছের খোড়লের মধ্যে সযত্নে রাখা কাস্‌কেট।

এ যেন এক রূপকথার রাজ্য। দেওয়ালে দেওয়ালে তাকের ওপর সারি সারি সাজানো অরণ্যলক্ষ্মী, বনদেবী ও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের দেব-দেবীর মূর্তি। রুশ লোককাহিনীর চরিত্রগুলি শিল্পীর হাতে রূপ পেয়েছে অপূর্ব।

বাঁদিকের পৃষ্ঠায় : লেনিনগ্রাদের নিকটে ডেটস্‌কোই সেলো-তে অবস্থিত আলেকজান্দার পুশকিনের স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাতা ভাস্কর আর. বাচ।

'আপনি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছেন?'

পিছন থেকে এই কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার চোখে পড়লো সৌম্য, সহাস্য বলিরেখাময় এক-খানি সবল সুন্দর মুখ। ঝাঁকা-ঝাঁকা ভ্রূযুগলের নীচে জ্বলজ্বল কোরছে একজোড়া নীল চোখ।

আলোচনা-প্রসঙ্গে কোনেনকফ আপন সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য কোরেছেন : আমি ভাস্কর্যকে প্রকৃতির কাছাকাছি আনতে চেয়েছি—যে-সব লোককে শৈশব থেকে ভালোবেসেছিলাম তাদের কাছাকাছি।

তাই বোধহয় তাঁর স্টুডিও-তে দেখি মৌমাছিপালক ইয়েগোরিচের মূর্তি, বিখ্যাত লোককাহিনীর কথক মারিয়া ক্রিভোপোলেনোভার আর কাপড়ের কলের বয়ন-শ্রমিকা ত্রিওখোভোরকার মূর্তি।

মৌমাছি পালক ইয়েগোরিচের কাছে লেখাপড়ায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। তাঁর মুখ থেকে তিনি শুনেছিলেন রূপকথার গল্পগুলি।

বিখ্যাত লোককাহিনীর কথক ক্রিভোপোলেনোভার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় উনিশশো পনের সালে। আশি বছরের এই নিরক্ষর বৃদ্ধার কণ্ঠস্থ ছিল হাজার হাজার কবিতার লাইন। দারুশিল্পে রূপায়িত নিরক্ষর বৃদ্ধা একটি গাছের গুঁড়ি থেকে যেন বার হোয়ে আসছেন—এক হাতে লাঠি, অপর এক হাতে গাঁঠরি—যেন বনদেবী। বনের সকল রহস্য তাঁর জানা। কোন এক রহস্য-কথা বলবার জন্য উন্মুখ মনে হয় মূর্তিটি।

তাঁর স্টুডিও-র মূর্তিগুলি মানবতার মিছিল। এতো বৈচিত্র্য, এতো বিভিন্ন শৈলী। সেই মিছিলে আছেন কতো সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তি। আছেন পুশকিন, লার্মন্তফ, তুর্গেনফ, মুসর্গস্কি, ইয়েমেলোভা, ডস্তয়েভস্কি, ডারউইন, বেলোজানিস, মনোলিস, গ্রেস্‌কো।

কোনেনকফের প্রতিভা-বিকাশে অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছে ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী শিল্পকলা। তাঁর সাত শত সৃষ্টি সোভিয়েত দেশ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু মিউজিয়ামে রাখা হোয়েছে।

উনিশশো সাতান্ন সালে কোনেনকফ আশী বছর বয়সে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি গড়েন। এই মূর্তির জন্য ঐ বছর তিনি লেনিন পুরস্কার পান।

কোনেনকফের স্টুডিও-তে নানান শ্রেণীর দর্শক আসেন—কারখানার শ্রমিক, যৌথ চাষী, সৈনিক, তরুণ শিল্পী প্রভৃতি। শিল্পীর কথায় : যুবকরা আমার স্টুডিও-তে সব সময়ই সম্মানিত অতিথি। তারা সঙ্গে কোরে নিয়ে আসে সজীবতা, বিশৃঙ্খলা ও প্রাণচাঞ্চল্য।

তরুণ শিল্পীদের উদ্দেশ্যে কোনেনকফের কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : আমার শিল্পীজীবনের প্রতিটি পর্বে প্রতিটি মোড়ে অন্তরাত্মা কেবলই বলেছে শুধু আমি পৌঁছতে পারিনি। আমার মনের চোখে সব সময়ই প্রতিভাত হোয়েছে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্পীদের মহৎ সৃষ্টিগুলি। ভাস্করকে তার সৃষ্টিতে একটি সমন্বয় ঘটাতে হয়। এই সমন্বয় বা সামঞ্জস্য একদিনে হয় না। তার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা কোরতে হয়। অসংখ্য সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে শিল্পীকে একমাত্র সত্যসমাধান খুঁজে বেছে নিতে হয়।

সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতা ঃ ভেরা মুখিনা

শঙ্কর দাশগুপ্ত

বৃহত্তর পাঠকসমাজে স্বল্প-পরিচিত।
বয়সে তরুণ এই লেখকের প্রবন্ধাদিতে
কুশলী কলমের স্বাক্ষর বর্তমান।
বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা ছাড়াও শিল্পকলা
সম্পর্কে সাংবাদিকতায় নিযুক্ত।

প্রায় একযুগ আগে কোলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত চারুকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী নানা কারণে অবিস্মরণীয় হোয়ে আছে। বিশিষ্ট সোভিয়েত চিত্রশিল্পী অধ্যাপক জামোশকিন উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে বোলেছিলেন, সোভিয়েত শিল্পীরা সচেতনভাবে ভাস্কর্যের ও চিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সোস্যালিষ্ট রিয়লিজ্‌ম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আদর্শ অনুসরণ কোরছেন।

উনিশশো একুশ সালে লেনিন কর্তৃক নির্দেশিত শিল্পাদর্শই সোভিয়েত শিল্পের ক্ষেত্রে সোস্যালিষ্ট রিয়লিজ্‌ম নামে পরিচিত। এই নতুন আদর্শের মূল-কথা—বস্তুতান্ত্রিক বিষয়, আদর্শবাদী প্রেরণা আর উচ্চ-শ্রেণীর কলানৈপুণ্য। আধুনিক যুগের সোভিয়েত শিল্পী-সমাজ একদা কিউবিজ্‌ম, সুররিয়লিজ্‌ম, ইম্‌-প্রেসনিজ্‌ম, পোষ্ট ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম, ফিউচারিজ্‌ম প্রভৃতি আধুনিক অঙ্কনধারার চর্চা কোরলেও নতুন শিল্পাদর্শ ঘোষিত হওয়ার সংগে সংগে শিল্পীরা সে-সকল পথ পরিত্যাগ করেন ও বাস্তবনিষ্ঠ হোয়ে ওঠেন।

এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রসংগে জনৈক অভিজ্ঞ শিল্পসমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : '. . Socialist realism far from stifling the artist's creative personality, helps him to see his own particular way more clearly. Such a path, however, cannot be a narrow blind alley where the artist becomes enmeshed in minor egocentric preoccupations, but must lead to that broad path in art which enables an artist to keep in touch with the outside world and his fellow-men—an art personifying the dreams of humanity.'

সোভিয়েত চিত্রশিল্পী নেসটেরোভ অঙ্কিত ভাস্কর ভেরা মুখিনার তৈলচিত্র।

সোভিয়েত ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মর্মগ্রহণে সাহায্য কোরবে, পরন্তু এতদ্দেশে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন কোরবে এই প্রত্যাশায় উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা। অতঃপর সোভিয়েত ভাস্কর্যে বাস্তবতার রূপকার ভেরা মুখিনা-র জীবন ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক।

সোভিয়েত চিত্রশিল্পী নেসটেরোভ-অঙ্কিত বিখ্যাত একটি তৈল চিত্র : কর্মরতা ভাস্কর (প্রবন্ধে মুদ্রিত)। তাঁর গতিবেগসম্পন্ন এক মূর্তির নির্মাণকার্য সমাপন হোয়ে আসার মুহূর্তে ভাস্করের মুখে চোখে গভীর প্রত্যয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বভাবতই আমরা জানবার জন্য ঔৎসুক্যবোধ কোরব কে এই ভাস্কর।

হ্যাঁ, ইনিই আধুনিক যুগের অগ্রগণ্য সোভিয়েত ভাস্কর ভেরা ইগ্‌নেটিয়েভনা মুখিনা।

আঠারশো উননব্বই খৃষ্টাব্দে সোভিয়েতের লাতভিয়া অঞ্চলে রিগা নামক স্থানে জন্ম। অতি শৈশবকালেই পিতার শিল্পানুরাগ প্রতিফলিত হয় তাঁর মনে। একটু একটু কোরে উন্মোচিত হোল রূপদৃষ্টি। ফিওদোসিয়ার কোন এক স্কুলে ছবি আঁকার হাতে-খড়ি। ভি. ট্রেগুবোভ প্রথম শিল্পশিক্ষক।

পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পরে মুখিনা কুর্সক-এ চলে আসেন। অবসর সময়ে চলতে থাকে ছবি আঁকার চর্চা। ইতাবসরে অঙ্কিত হোল তাঁর প্রথম প্রতিকৃতি : দাসী আন্যুতা।

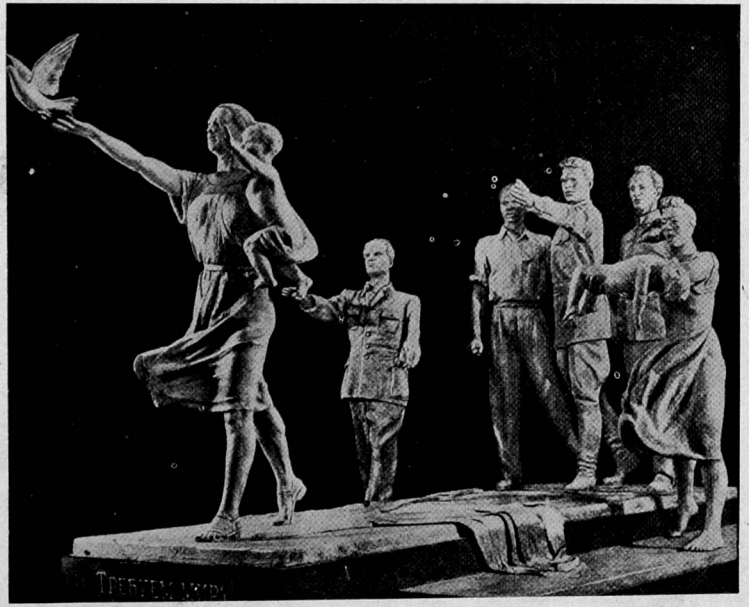

উনিশশো ন সালে, মস্কোয়—এবার ইওনের স্কুলে দেখি মুখিনাকে। তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে মূর্তি গড়ার বাসনা। কাছাকাছি কোন মূর্তি তৈরী শিক্ষার স্কুল না থাকায় আফানাসিয়েভস্কি স্ট্রীটে অবস্থিত একটি স্টুডিওতে ভর্তি হোলেন তিনি। অল্প খরচে মূর্তি গড়ার কাজ শেখানো হোত সেখানে। মূর্তি গড়ার অপরিসীম আনন্দের অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীজীবনের ভবিষ্যৎ নির্দেশ কোরে দিল। প্রতিজ্ঞা কোরলেন মূর্তিকার হিসাবেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হোতে হবে। উনিশশো তের সালের শেষের দিকে শিল্পী এম. কিসেলিওভার সঙ্গে 'শিল্পীর স্বর্গ' ফ্রান্স তথা পারীতে আগমন। তথায় চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুরণো বন্ধু এস. রোজেনথালের অনুপ্রেরণায় 'অ্যাকদমী দে লা গ্রাণ্ডে চৌমিয়েরে' নামক ভাস্কর্য শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষানবিশী সুরু। একেই বলে নিয়তির নিগূঢ় সঙ্কেত! অ্যাকদমীর কন্‌সালটেণ্ট হিসাবে ছিলেন বিশ্ববন্দিত ফরাসী ভাস্কর আন্তয়েন বুর্দেল। (পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, 'রুশ ভাস্কর্য রুশ স্থাপত্যকলার মতই বৈদেশিক প্রভাবে জন্ম ও বিকাশ লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুজন ফরাসী ভাস্কর এতিয়েন মোরিস ফালকোনে ও মারী-আন্ কলো সেণ্ট পিটার্সবার্গের মহান পিটারের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন। ধীরে ধীরে শক্তিমান রুশ ভাস্করদেরও উদয় হয়। এঁদের মধ্যে ফেদোত সুবিন, ইভান্ মার্তোস ও মিখাইল কাজলোভস্কির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' দ্রঃ 'সোভিয়েত দেশের ইতিহাস'—ঋষি দাস।) তৎকালে ফরাসী ভাস্করদের মধ্যে আরিস্টাইড মাইয়ল, চার্লস ডেসাপিও ও আন্তয়েন বুর্দেল প্রতিভার মধ্যগগনে দীপ্যমান। শিল্পী ভেরা মুখিনা-লিখিত তাঁর ভাস্কর্য সম্পর্কে গ্রন্থে সুন্দরভাবে এঁদের শিল্পধারাটি বিশ্লেষিত হোয়েছে :

বুর্দেল ছিলেন মনুমেণ্টাল ভাস্কর্যের প্রকৃত রূপকার। বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বল্প-সচেতন। অথচ এই বিষয়বস্তুর মর্যাদা সোভিয়েত চিত্রশিল্পে এবং ভাস্কর্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত। প্রথম মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থা সেটা। করণ-কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়

ভেরা মুখিনা নির্মিত 'আমরা শান্তির দাবীদার' (বাঁদিকে) ও 'জনৈক উজবেক রমণী' (ডানদিকে) নামক দুটি ভাস্কর্য।

নিরত শিল্পীদের মধ্যে। ইম্প্রেসনিজ্‌ম পুরনোকালের ব্যাপার।

বুর্দেল, মাইয়ল ও ডেসপিও নিজ নিজ সাধনার পথে সিদ্ধি লাভের জন্য অগ্রসর হোয়েছিলেন। মাইয়ল মানব-মানবীর (মানবীরই বেশি) 'টর্‌সো' মূর্তি-গঠনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ডেসপিও প্রতিকৃতির নিপুণ স্রষ্টা। বুর্দেল নিওক্লাসিসিজ্‌ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর শেষের দিককার কাজগুলি যদিও কিছুটা স্টাইলাইজ্‌ড। লরেন্স, জাটস্কিন, লিফশিট—এই প্রতিভাবান ত্রয়ীও এই সময় কাজ কোরছিলেন তাঁদের শিল্পে বিষয়বস্তুকে গৌণ স্থান দিয়ে।

মূখিনার অপরিণত শিল্প-প্রতিভা শিল্পজগতের এই সব নতুন ধাক্কা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝখানে খুঁজে নিতে থাকে আপন পথ। এরপর রাশিয়ার মহিলা-শিল্পী লুবোভ পোপাভার সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে নব উদ্দীপনা লাভ—ভাস্কর ভেরা মূখিনার জীবনে বিশিষ্ট ঘটনা। পারীর মিউজিয়মে রক্ষিত অতীতের শিল্পনিদর্শনাদি বারম্বার দর্শনলাভের ফলে শিল্পজগতের চিরন্তন সৌন্দর্য-রহস্যের কিছুটা আভাস মিললো।

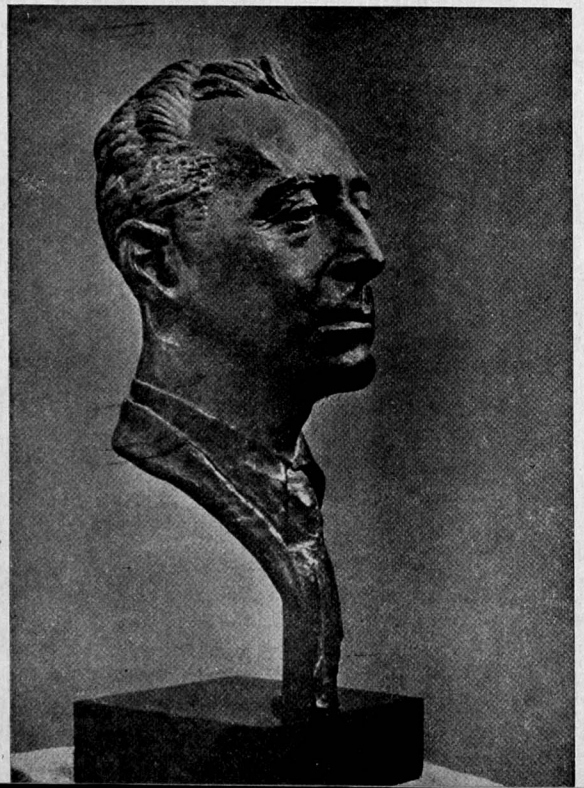

অধ্যাপক পিত্‌র্‌ লুওভের প্রতিকৃতির নির্মাতা ভেরা মূখিনা।

উনিশশো চোদ্দ সাল। পোপাভা ও ইঞ্জা বারমিস্টার সহ ইতালী ভ্রমণে যান ভেরা মূখিনা। ফ্যাশিস্ত প্রভুত্বের পূর্বেকার ইতালীদেশের শিল্পের আবহাওয়া গভীর প্রভাব বিস্তার করে মূখিনার চিন্তাজগতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় শিল্পঅনুসন্ধিৎসায় বিরতি। নার্সিং শিক্ষা কোরে সেবাকার্যে ব্রতী থাকেন ভাস্কর।

উনিশশো উনিশ। ভ্যাদিমির লেনিন নির্দেশিত 'মনুমেণ্টাল প্রোপাগাণ্ডা' অর্থাৎ সোভিয়েতের বিখ্যাত বিপ্লবী, যোদ্ধা, বীর, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিক্ষাবিদ প্রভৃতির স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের এক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ কোরতে আরম্ভ করে। এই 'মনুমেণ্টাল প্রোপাগাণ্ডা'য় অংশগ্রহণকারী ভেরা মূখিনা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এন. আই. নভিকভ-এর মূর্তি নির্মাতা হিসাবে খ্যাতিলাভ কোরলেন।

উনিশশো একুশে 'ওয়ার্লড অব আর্ট সোসাইটি'র

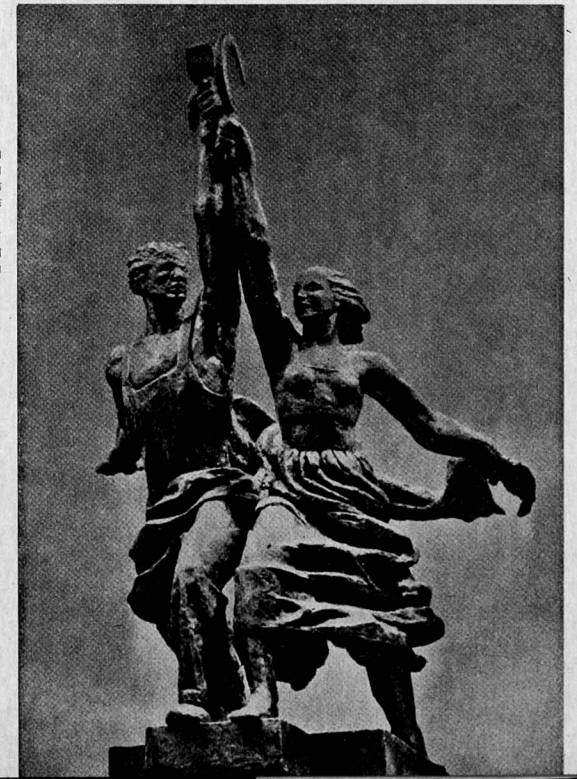

উনিশশো সাঁইত্রিশে অনুষ্ঠিত পারীর বিশ্বমেলার সোভিয়েত মণ্ডপের জন্য কৃত ভাস্কর্য : শ্রমিক ও যৌথখামারের চাষী। ভাস্কর্যটির রূপকার ভেরা মূখিনা।

বাঁদিকে
ভেরা মুখিনা-কৃত
ব্যালেরিনা জি,
উলানোভার
প্রতিকৃতি।

ডানদিকে
ভেরা মুখিনা-কৃত
ভাস্কর্যের আরো
একটি নিদর্শন :
ইকারাস।

আয়োজনে মুখিনার প্রথম শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোল। উনিশশো ছাব্বিশে 'ঐতিহাসিক মিউজিয়ম' আয়োজিত ভাস্কর্য-প্রদর্শনীতেও কিছু কাজ প্রদর্শিত হয়—তাতেই তিনি এ-যুগের সোভিয়েতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানধন্য হন।

উনিশশো আটত্রিশ সালে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবার' ও উনিশশো বিয়াল্লিশে 'সোভিয়েতের সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পী' পদবী লাভ ভাস্কর ভেরা মুখিনার শিল্প-সাধনার পরম পুরস্কার।

শিল্প-রসবেত্তা ডি. আরকিন ভেরা মুখিনার কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম সম্পর্কে যে মন্তব্য কোরেছেন তার উল্লেখ শিল্পরসিক ও শিল্পীদের চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে।

শ্রদ্ধেয় আরকিন লিখেছেন, ভেরা মুখিনার প্রধান প্রধান শিল্পকর্মগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'কৃষক রমণী'। উনিশশো কুড়ি সালে নির্মিত 'কৃষক রমণী' ও 'টুর্সো' মুখিনার ভাস্কর্যের নিজস্ব চিহ্নমণ্ডিত। তাঁর অমসৃণভাবে নির্মিত এই মূর্তি ফরাসী ভাস্কর আরিস্টাইড মাইয়লের সৃষ্টিগুলির বিপরীতধর্মী। ফরাসী শিল্পী-কৃত 'ফ্লোরা ও পোমানা' নামক মূর্তিটি প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত। এই মূর্তিতে বিশ শতকের প্রথম ভাগের পারীর ও নিও-ক্লাসিসিজ্‌মের ছাপ বর্তমান। 'কৃষক রমণী' এই রকম স্টাইলাইজেসন থেকে মুক্ত। মুখিনার 'কৃষক রমণী'র জন্ম তাঁর আপন দেশের মাটিতে—মর্ডানিস্টদের কল্পলোক থেকে যা অনেক অনেক দূরে।

উনিশশো সাঁইত্রিশে পারীর বিশ্বমেলার মূল আকর্ষণ ছিল সোভিয়েত মণ্ডপের জন্য ভেরা মুখিনা-কৃত 'শ্রমিক ও যৌথখামারের চাষী'। ভাস্কর্য রচনাটি এই : একজন শ্রমিকের হাতে হাতুড়ি আর পাশে একজন যৌথখামারের মেয়ে-চাষী—হাতে একখানা কাস্তে। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা অর্জিত শ্রমের বিজয়স্তম্ভ। শিল্পকলার ইতিহাসে এ এক অভিনব উপাদান। এতকাল আমাদের কাছে মেয়েদের হাতের সঙ্গে জড়িত ছিল শুধুই কোমলতা, হৃদয়াবেগ ও সুখস্পর্শের ধ্যান-ধারণা। মেয়েদের হাতের সাহায্যে সোভিয়েত দেশে অদ্ভুত সব পরিবর্তন সংঘটিত হোয়েছে। মেয়েদের হাত এখন স্রষ্টার হাত,

নির্মাতার হাত, শ্রমিকের হাত। প্রাচীন যুগের ক্লাসিকাল বা চিরায়ত ভাস্কর্যগুলির স্রষ্টার নাম না জানলেও যেমন আমরা অনেক মূর্তিকে ঠাঁই দিয়েছি আমাদের মানসলোকে তাদের রূপের অসামান্যতার জন্য—এই মূর্তির বেলাতেও সেইরকম যেন ঘটতে চলেছে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার পারস্পরিক সংগতিসাধনে কী অপূর্ব রূপমাধুরীই-না সৃষ্টি সম্ভবপর।

এরপর উল্লেখযোগ্য বৃহৎ ভাস্কর্য ম্যাক্সিম গোর্কীর স্মৃতিস্তম্ভ এবং 'রুটি' (১৯৩৮)। মস্কোর নতুন মস্কভোরেটস্কি সেতুর জন্য নির্মিত ভাস্কর্যকর্মগুলি 'সোভিয়েত দেশের শিল্প রক্ষসংগ্রহ' নামে আখ্যাত। গোর্কীর মূর্তি যুবশ্রমিক ও যৌথখামারের চাষীর মতই উজ্জ্বল মানবতার প্রতীক—যে মানবতা অপরাজেয় অসীম শক্তিশালী। একই সময় মুখিনা 'বিপ্লবের অগ্নিশিখা', 'সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক সংগীত' মূর্তিদুটির কাজ শেষ করেন।

(উনিশশো ছত্রিশে মারা গেলেন গোর্কী। উনিশশো উনচল্লিশে গোর্কীর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য যে প্রতিযোগিতা ডাকা হোয়েছিল সেই প্রতিযোগিতায় সমকালীন ভাস্কর আই. শাদর্ মস্কো শহর ও ভেরা মুখিনা নিজনী নভগোরদ শহরের জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত হন।

ইভান শাদর্ কয়েক বছর পরে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখেই মারা যান ও ভেরা মুখিনার তত্ত্বাবধানে কাজটি শেষ হয়।)

'রুটি' বা 'ব্রেড'—সোভিয়েতের মনুমেণ্টাল-ডেকরেটিভ ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। প্রায়-নগ্ন দুটি নারী-মূর্তি হাতে কোরে তুলে ধরেছে সোনালী শস্য-সম্ভার। মাটির উপর বোসে থাকার স্বাভাবিক ভঙ্গীর সৌন্দর্য মুগ্ধ করে আমাদের দৃষ্টিকে। মূর্তি দুটির অতুলনীয় সামগ্রিক ছন্দ-সুষমা। মুখিনার প্রথম দিককার কাজ 'কৃষক রমণী'র সঙ্গে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। 'কৃষক রমণী'তে প্রতিভাত হোয়েছে প্রকৃতির রুক্ষ রূঢ় শক্তি। 'রুটি' কমনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। এ প্রসঙ্গে ভাস্করের মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

ডেকরেটিভ-ভাস্কর্যে নগ্নমূর্তি সৃষ্টির ব্যাপারে সব শিল্পীকেই মাথা ঘামাতে হোয়েছে কম-বেশি। ডেকরেটিভ-ভাস্কর্যে নগ্নমূর্তির প্রাধান্য দেখি কেননা মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য মাংসপেশী ও শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গীতে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

যুদ্ধের সময় ভেরা মুখিনা-নির্মিত ভাস্কর্যগুলি শিল্পের পৃথক দুটি শাখা—অর্থাৎ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কলার সংগতিসাধনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মুখিনা সব সময়ই এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পরবর্তীকালে বহু লেখা ও বক্তৃতায় তিনি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার সংগতিসাধন সম্পর্কে আলোকপাত কোরেছেন। বর্তমানে সোভিয়েত ভাস্কর ও স্থপতিদের নিকট তা পরম সমাদরের।

মনুমেণ্টাল ভাস্কর্য ছাড়া আবক্ষ মূর্তি নির্মাণেও শিল্পী প্রভূত দক্ষতা দেখিয়েছেন। উনিশশো বিয়াল্লিশে যে কয়জন স্বদেশপ্রেমিক বীর ও কর্মীর আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করেন ভেরা মুখিনা তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বোলে স্বীকৃত বিজ্ঞান-সাধক এ. ক্লিলোভের মূর্তি। ক্লিলোভের মুখের গঠনে তাঁর সত্যানুসন্ধি বৈজ্ঞানিক মন স্বচ্ছভাবে পরিস্ফুট। ব্যালে নর্তকী ম্যারিনা সেমিওনোভা ও গ্যালিনা উলানোভা শিল্পীর অপর দুটি মূর্তি একই রূপ রূপায়ণ দক্ষতার পরিচায়ক।

মুখিনা প্রমুখ সোভিয়েত শিল্পীদের এ-জাতীয় ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলির যথার্থ মূল্যায়ণ ঘটেছে একজন রুমানীয় শিল্প-বিশেষজ্ঞের মন্তব্যে। তিনি লিখেছিলেন : Mukhina, Shadr, Tomski possess the great secret that guarantees the correlation between the individual and the type; they know how to attain the typical by a profound study of the individual. Thus, the individual portrait also reflects the society to which the person belongs—society to whose progress he devotes his full power of thought and deed, fully conscious of his purpose.

মুখিনা তাঁর শিল্পীজীবনের শেষ অধ্যায়ে 'জনগণের শান্তির জন্য সংগ্রাম'-কে ভাস্কর্যের মুখ্য বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ কোরেছিলেন। এই বিষয়বস্তু 'মনুমেণ্টাল-প্রোপাগাণ্ডায় নতুন অনুপ্রেরণা সঞ্চারে সমর্থ হোয়েছিল। 'আমরা শান্তি চাই' নামক ভাস্কর্যকর্মটিতে শিল্পী পুনর্বার তাঁর সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্যময় প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণে সাহায্য

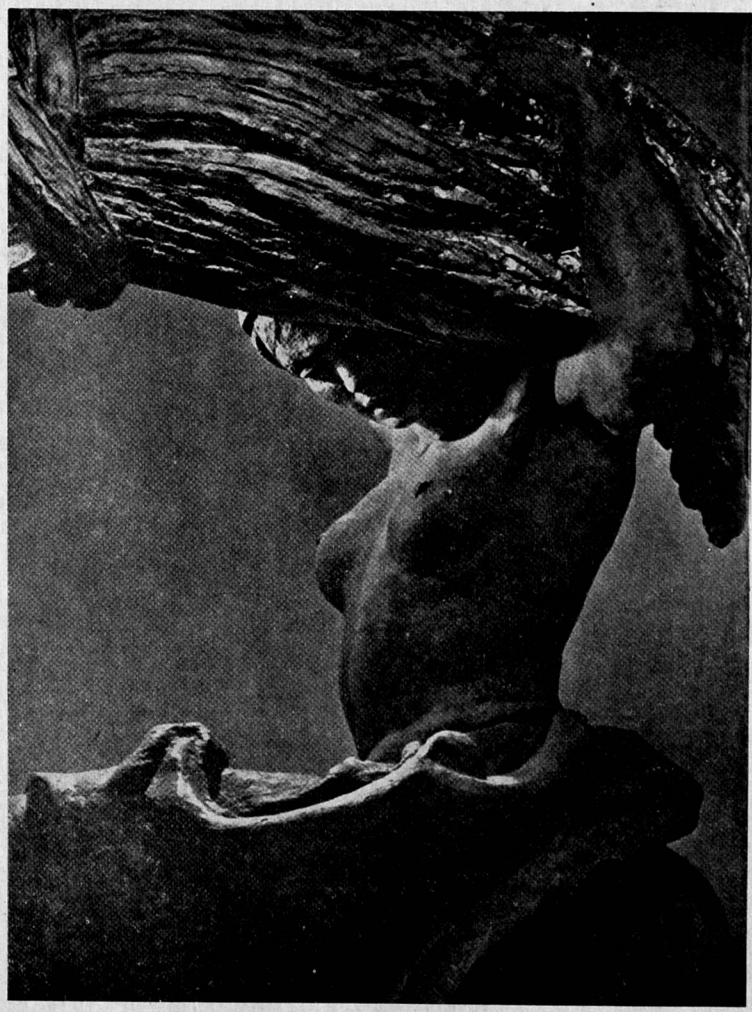

রুটি : এই অপূর্ব ভাস্কর্যের রূপকার ভেরা মুখিনা। মূর্তিটির মাত্র একটিদিক দেখানো হোয়েছে এখানে।

কোরেছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ভাস্করগণ।

মুখিনার মতে গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক কাহিনীর বারবার ব্যবহারের হাত থেকে ভাস্কর্যকে মুক্ত কোরতে হোলে রূপকধর্মী ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ওই রকম নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই রূপক বা ভাববস্তুর রূপায়ণ হবে নিপুণ ও সর্বজনের বোধগম্য।

দৈনন্দিন জীবনের নানারূপ ব্যবহারিক দ্রব্যকে শিল্প-উৎকর্ষ দানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন ভেরা মুখিনা। নতুন ধরণের খেলনা, বই-এর কভার, কাঁচের পাত্রের গায়ে অলঙ্করণ প্রভৃতি মুখিনার মৌলিক সৃষ্টি হিসাবে দাবী কোরতে পারে।

সোভিয়েত ভাস্কর্যে ভেরা মুখিনার অবদান উজ্জ্বলতম অধ্যায়। শিল্পের পরম পরাকাষ্ঠার সন্ধানে উৎসর্গীকৃত তাঁর সমগ্র জীবন। মুখিনার ভাস্কর্যগুলি দেখার পর তুরস্কের এ শতাব্দীর প্রিয় কবি নাজিম হিকমতের এই বাণী অমোঘভাবে মনে পড়ে যায় আমাদের, 'সেই হোচ্ছে খাঁটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।'

বিপ্লবের অগ্নিশিখা : একটি স্মৃতিস্তম্ভের জন্য নির্মিত ভাস্কর্য। ভাস্কর : ভেরা মুখিনা।

সোভিয়েতের ভাস্কর ভেরা মুখিনার 'বিপ্লবের অগ্নিশিখা' নামক অপর একটি মূর্তি।

সোভিয়েট চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
যশস্বী শিল্পসমালোচক ও সুবক্তা হিসাবে ভারতব্যাপী তাঁর পরিচিতি। ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণে একদা সক্রিয় অংশগ্রহণ। অধুনা বিলুপ্ত বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজী কলাপত্রিকা 'রূপম্'-এর প্রাক্তন সম্পাদক। ইংরাজী ও বাংলায় শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

ঊনিশশো একান্ন সালে কোলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে অনুষ্ঠিত হোয়েছিল সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী। উক্ত প্রদর্শনী তথা সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বাংলাদেশের বিখ্যাত মাসিক 'পরিচয়'-এ এতদ্দেশের বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকগণ এক তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। (দ্রঃ পরিচয়, একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, নববর্ষ সংখ্যা—বৈশাখ ১৩৫৯)। সুন্দরম্-এর এই বিশেষ ভাস্কর্য সংখ্যায় সমগ্র আলোচনাটি যথাযথ মুদ্রিত করা গেল। পৃথকভাবে ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচিত না হোলেও চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য আলোচনাটি এখনো বিশেষ মূল্যবান। আশা করি অনুরাগী পাঠক-কর্তৃক সমাদৃত হবে।

সোভিয়েট শিল্প প্রদর্শনী সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ কেহ কঠিন সমালোচনা করিয়াছেন; কেহ আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। রূপকলার বিচার ও সমালোচনায় নানা আদর্শ ও মতবাদ আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের আদর্শে ও মাপকাঠিতে যে কোন শিল্পের মূল্য ও দোষগুণ সমালোচিত হয়। কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতির কোন বিষয়বস্তুর হুবহু সঠিক প্রকাশই কলাসৃষ্টি। এই আদর্শে সোভিয়েট শিল্প নিছক প্রকৃতিবাদী, বাস্তববাদী, মাটি-মাড়ানো, গদ্যময়, কল্পনাহীন, রসহীন, অনুকারিণী কলাসৃষ্টি মাত্র। ইহার মধ্যে নিছক কথাবাদী, প্রচারবাদী, বিবরণবাদী, খবরবাহী সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক লেখ মাত্র (Record) ছাড়া আর কিছু নাই। এইরূপ রূপ-সৃষ্টির মধ্যে কোন কল্পনা, আদর্শবাদ বা রসের প্রকাশের কোন স্থান নাই। অনেকের মতে ইহা বৃহৎ আকারে রঙীন ফোটোগ্রাফ মাত্র।

এক হিসাবে এই প্রকৃতির শিল্পকলা উচ্চাঙ্গের কল্পনাবাদী শিল্প না হইলেও 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়', বহুজনসেব্য, আপামর সাধারণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের বোধগম্য শিল্পরূপ হিসাবে —মহাযানী পন্থায় রচিত ব্যাপক সামাজিক সেবার যন্ত্র হিসাবে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় রচনা। মহামতি টলস্টয় এই শ্রেণীর শিল্পকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে শিল্প মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র উচ্চশিক্ষিত মানুষের বোধগম্য—সেইরূপ 'হীনযানী' শিল্প (Art for the few) যাহা সকলের বোধগম্য নয় তাহা উচ্চাঙ্গের নহে। শিল্প হওয়া উচিত সর্বসাধারণের সম্পত্তি (Art for the people), তাহার আবেদন ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এই মতের বিপক্ষে অনেক মনীষীর মত রহিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন আর্টের আদর্শ সর্বদাই খুব উঁচু সুরে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে—আর্টকে হীনবুদ্ধি, নিম্নবুদ্ধি, অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবিহীন মানুষের সমতলভূমিতে নামাইয়া আনা চলিবে না। পক্ষান্তরে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষকে উচ্চাঙ্গ শিল্পের অধিকারে উন্নত করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে যাহারা 'খড়' চিবাইয়া আনন্দ পায়—উচ্চাঙ্গের মানসিক চিন্তায় অক্ষম তাহারা মনুষ্যত্বের নিম্ন-কোঠায় বাস করে। অনেক রূপরসিক ও দার্শনিকদের মতে আর্ট হইল রূপের কাল্পনিক, রসাত্মক ও উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। রূপের নতুন নতুন প্রকাশ ও সৃষ্টি, কল্পনা, রসবৃদ্ধিই হইল উচ্চাঙ্গ শিল্পের লক্ষণ। সোভিয়েট শিল্পে নতুন রসসৃষ্টির, কল্পনার, রসের বা কোন গূঢ়্যবাদের কোন স্থান নাই। প্রজাতান্ত্রিক শিল্প হইলেও—সোভিয়েট শিল্প নিছক গণতান্ত্রিক লোকশিল্প বা folk art নহে। যাঁহারা চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন তাঁহারা সরল প্রকৃতির নিরক্ষর শিক্ষাশূন্য আদিম মনের মানুষ নহেন। এই চিত্রগুলি গণের দ্বারা অঙ্কিত গণচিত্র নহে।

সোভিয়েট শিল্পের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা খুব বড় কথা এবং সকল দেশেই অনুকরণীয়। কারণ শিল্পীকে ও শিল্পসৃষ্টির প্ররোচনাকে জীবিত করিয়া না রাখিলে মানুষের সমাজ মানবসমাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রদর্শনীর অনেক চিত্রই রাষ্ট্রের আদেশে ও চেষ্টায় রচিত। শিল্পীদের সেরা সৃষ্টিগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্র ক্রয় করিয়া নিয়া সাজাইয়া রাখেন। 'ত্রেতিয়াকফ' গ্যালারিতে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য বড় বড় সাধারণ চিত্রশালায়। এ ছাড়া বহু সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক চিত্রশালাগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন কিনিয়া রাখেন। ইহা ব্যতীত শিল্পরচনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া রাখিবার জন্য রাষ্ট্র হইতে নানাপ্রকার পুরস্কার, পারিতোষিক এবং সম্মান দানের ব্যবস্থা আছে। শিল্পরচনার পশ্চাতে রাষ্ট্রের এই মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রশংসনীয় জিনিস।

সোভিয়েট শিল্পের আর একটি বড় গুণ যৌন আবেগ, যৌনবুদ্ধি বা কামুকতা এই সব চিত্রে সযত্নে বর্জিত হইয়াছে। কোন বিবসনা নরনারীর মূর্তি চিত্রিত হয় নাই। এই প্রকৃতির শিল্পে মানুষের মনকে নিম্নগামী করিবার কোন বিপদ নাই। এই গুণ সোভিয়েট রূপশিল্পে একটি খুব প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু এই সব গুণ সত্ত্বেও সোভিয়েট শিল্পকে খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া ধরা যায় না। সোভিয়েট শিল্প ভাটিয়ালী সঙ্গীত,

বাউল গান, চাষার গান, মাঝিমাল্লাদের গান এবং সরল লোকসঙ্গীতের মত একটা গুণের অধিকারী। কিন্তু এই শ্রেণীর গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে স্থান পায় না। এই আদর্শের সঙ্গীতকলাকে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ চিন্তাযুক্ত সঙ্গীতের উপরে স্থান দেওয়া যায় না। এমন কি বেশির ভাগ কলেজে-পড়া উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের গভীরতম অর্থের নাগাল পায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গান মুষ্টিমেয় অতি উচ্চশিক্ষিত মনীষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সোভিয়েট শিল্পের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের রসরচনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে পড়ে। ইহা people's art নহে।

সোভিয়েট শিল্পের রসবোধে বাধা এই যে এগুলি চিত্রধর্মী (pictorial) নহে পরন্তু নিছক বিবরণধর্মী (pictographic)। সোভিয়েট ছবিতে নিছক ছবিত্বের অনেকাংশে অভাব। রঙ ও রেখার যাদু, লীলা ও মাধুর্য একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেখার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় প্রাচ্যদেশে রেখাপ্রধান নানা চিত্রসৃষ্টিতে। এই হিসাবে চীন,জাপান ও ভারতের চিত্র উচ্চাঙ্গের শিল্প। তাহার তুলনায় সোভিয়েট শিল্প নিম্নশ্রেণীর শিল্প। এই প্রাচ্য দেশে রেখাপ্রধান শিল্পপ্রকৃতির আদর্শে ও তুলনায় উনিশ শতকের শেষে রূপরসিকদের বিচারে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আদর্শের শিল্প—আলোছায়ার উচ্চ আসন হারাইয়াছে।

সোভিয়েটতন্ত্রের জীবন ও কৃষ্টির নানা বিভাগে যে নানা বৈপ্লবিক রূপান্তর (Revolutionary Change) দেখিতে পাওয়া যায় রূপসৃষ্টির বিভাগে এরূপ কোন বৈপ্লবিক রূপ সোভিয়েট আর্টে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে ইহা উনিশ শতকের মধ্য যুগে ইউরোপীয় চিত্রকলার নকলবাদী, আপাতরমণীয় মামুলি, অ্যাকাডেমিক—আদর্শের পুনরাবর্তন মাত্র। কোন নতুন টেকনিক, আঙ্গিক বা প্রকাশভঙ্গি ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের চিত্রকলার সহিত যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সোভিয়েট চিত্রকলা ভারতের মুঘল যুগের চিত্রপদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ। মুঘল চিত্রকলায় বাস্তবিক জীবনের অনেক হুবহু চিত্র দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক জীবনের নিখুঁত প্রতিলিপি বাদ দিলেও মুঘল চিত্রে আমরা পাই এক অদ্ভুত রেখাচাতুর্য ও অভিনব বর্ণলীলার প্রকাশ। এই হিসাবে মুঘল চিত্র সোভিয়েট চিত্রের উপরে স্থান পাইতেছে।

ছেলেবেলা থেকে ছবির প্রদর্শনী দেখছি। কলকাতায় দেখেছি, বোম্বাইএ দেখেছি, সিমলায় দেখেছি কোথাও বাদ থাকে নি। কিন্তু এমন প্রদর্শনী আর দেখিনি। ইওরোপে লণ্ডন বা প্যারিসে বেশির ভাগ বাজে ছবি। কিন্তু এই প্রদর্শনীর ছবিগুলির যেন ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করে। শুধু ছবি বলে এগুলিকে মনে হয় না। এদের প্রায় সব ছবিই বাস্তব। রোদ্দুরকে ওরা কত চমৎকার ভাবে ধরেছে। সকাল বেলাকার আলোয় স্তালিনের ছবিটা। পরিপূর্ণ বিচারের উপর করা। এরকম সব কটায় লক্ষ্য করা যায়। এই প্রদর্শনীর ফলে আমাদের একটা বড় শিক্ষা হল। অবশ্য আমার পক্ষে এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। আর কদিন বা কাজ করব!

ওদের ছবিতে বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আছে। মুখের ভাব বা রঙের ব্যবহারে ঘোঁটাঘুটি কিছু নেই। আমরা এরকম তুলির স্বাধীন ব্যবহার জানিনে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে টেকনিকের মিল হতে হবে। বিষয়বস্তু অনুসারে আবার টেকনিক বদলায়। সাইবেরিয়ার ইর্তিস নদীর ছবিটার কথা বলা যেতে পারে। মোট কথা সবই চমৎকার। কেউ ফেলার নয়। অত খরচ ক'রে ওরা ছবি পাঠিয়েছে। এত ভালো যে ওরা করে তা জানা ছিল না। এর আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ভেরেশ্চাগিনের একখানা মাত্র ছবি দেখেছি। ঐ একটাই আছে। খুব ভাল ছবি।

ইওরোপিয়ানরা আমাদের কাছে এসব জিনিস চাপা দিয়ে রাখত। তারা বোঝাত আর্ট কেবল ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে আছে। অ্যাকাডেমি বা Salon-এর নানা illustration বেরুত। কিন্তু রাশিয়ান আর্টের বইটই বড় বেরুত না। কাজেই এ জিনিস চেপে রাখা সহজ ছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ছবির মান ইওরোপের চেয়ে ভালো। আমার তাই মনে হয় এদের ছবির সঙ্গে একমাত্র জার্মান শিল্পী ফ্রান্জ স্টাকের (Franz Stuck) তুলনা চলে। এঁর ছবিরও চমৎকার কম্পোজিশন। বিলেতের শিল্প-সমালোচক এডউইন গল সাহেব ছিলেন আমার পরম শুভাকাঙ্খী। বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতে যেতাম। তিনি বলতেন জার্মানদের কাছে কেউ নয়। বুঝিয়ে দিতেন ছবি কিভাবে দেখতে হয়। রাশিয়ানদের কথা তিনি অবশ্য বলেন নি। ভারি স্পষ্টবক্তা আর সমজদার ছিলেন তিনি।

এদের ছবিতে কম্পোজিশন, রঙ, রঙব্যবহারের রীতি, ভাব সবকিছু দেখবার আর শেখবার মতো। চয়ফানভের 'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' ছবিটায় রঙের কত মোটা মোটা টাচ অথচ কেমন 'হারমনি' রয়েছে সমস্ত ছবিতে। এখানে মোটা টাচ না থাকলে হত না। পায়রা খাওয়ানোর ছবি। এমন ভালো জিনিস তো ভালো লাগবেই। এতে কোন কিছু নেই। এখানে ছোট মেয়েটার দাঁড়াবার কি সুন্দর ভঙ্গি! কতটা ঔৎসুক্য তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। ঐ রকম গল সাহেব আমাকে দেখিয়েছিলেন স্টাকেরই আঁকা ছবি। দুটো ছেলে সন্ধ্যাবেলায় মাঠে বসেছে। মুখের কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না। তারা হাতের মধ্যে জোনাকি পোকা ধরেছে। মাঝে মাঝে জোনাকি পোকার আলো বেরুচ্ছে হাতের মধ্য থেকে। তাতেই ওদের চেনা যাচ্ছে। এই ছবিটায় আগেরটার মতো এমনি ঔৎসুক্য চোখে পড়ে।

শুনলাম ওদের আর্টিস্ট যারা এসেছে তারা বেশি মাইনা পায়। টাকা পাবার ওরা যোগ্য বটে। এত বড় বড় ছবি কখন দেখিনি। ওদের দেশে নিশ্চয় বড় বড় গ্যালারিও আছে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে ওরা উৎসাহ পায়। এখানে সে সব নেই। কত সহজ ব্যবহার ওদের। জাঁকজমক নেই। অতি মিশুক। এত বড় বড় ছবি আনা সোজা কথা নয়। আরো বেশি দিন থাকলে আরো ভিড় হত। আমিও আরো বেশি যেতাম।

ওদের কাছে আমাদের কেউ নয়। ভারতীয় জীবনে ঐ রকম ছবি! রাষ্ট্র থেকে শিল্পীকে টাকা দেয় না।

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বনামধন্য শিল্পী। একদা বর্তমান গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্টস্-এর উপাধ্যক্ষ ছিলেন ইনি। তৈলচিত্র ও প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়। শিল্প সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান মতামত আজও অনুধাবনযোগ্য।

তার সমস্যা এত বড় ছবি করব, বিক্রি হবে কি না! না হলে বাড়িতে রাখারও জায়গার অভাব।

এই প্রদর্শনী শেখবার জিনিস বৈকি। নিন্দা করা অন্যায়। প্রপাগাণ্ডা হোক আর নাই হোক তা আমাদের কিছু দেখবার নয়। এতে কি হতে পারে। ছবির বিচার ভালো ছবি হিসেবে। ওরা আমাদের দেখতে দিয়েছে ওদের দেশে কি হচ্ছে দেখাবে বলে। এ জিনিস এর আগে হয় নি। এবার আমাদের সত্যিই চোখ ফুটল। ওরা হালের লোক। কতই বা বয়েস হবে। বেশির ভাগই অল্প বয়স্ক। এর মধ্যে তারা এমন শেখার জিনিস এনেছে। শুধু নিন্দে করা আমি পছন্দ করি না।

ছবিতে 'ইমাজিনেশনের' প্রশ্ন এলে ওদের ছবিতে কল্পনা আছে বৈকি। রোদ্দুরকে জীবন্তভাবে ধরার কথা তো আগে বলেছি। অত বড় ছবিটা আঁকব এর জন্যে দেখার ক্ষমতা কতটা থাকা দরকার! বাইরের জগতে একবার যেটা দেখেছি তাকে 'ক্যানভাসে' রূপ দেওয়া কি সোজা কথা! এরপর ছবিতে আলোর সমবণ্টনের প্রশ্ন আছে। আলোকচিত্রে ঐ কম্পোজিশন মোটেই আসে না। কোন একটা ব্যক্তির মূর্তি হয়ত আলোকচিত্র দেখে আঁকা হতে পারে। যেমন বার্লিনের পতনের উপর বড় ছবিতে আমরা লক্ষ্য করি। এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ছবিটিতে যে অদ্ভুত গতির ভাব রয়েছে তা কি আলোকচিত্রে আসে? এখানে যে সমস্ত রঙ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে 'কম্পোজিশন' আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তা কি 'ক্যানভাসে' দেওয়া সহজ ব্যাপার! কোন আলোকচিত্রেই তা সম্ভব নয়। পাহাড়ের যে সমস্ত ছবি সেখানে বরফ জমে থাকার কয়েকটা দৃশ্য হয়ত আলোকচিত্র দেখে

আঁকা হতে পারে কিন্তু বাকি সবই শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি।

এদের ছবিতে হাসিখুশির ভাবটাই আমার বড় ভালো লেগেছে। কান্নাকাটির কোন ছবি নেই বলে তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। ওরা হয়ত হাসিখুশির ভাবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

ওরা যা করেছে তাতে স্টাইলের পার্থক্য নিশ্চয় চোখে পড়ে। 'অবিস্মরণীয় মিলন', কি 'বার্লিনের পতন', কি শান্তির উপর পায়রা খাওয়ানোর ছবিতে আলাদা আলাদা ভঙ্গি রয়েছে। কি প্রতিকৃতিতে কি দৃশ্যচিত্রে এরকম উদারভাবে কাজ করার রীতি আগে দেখিনি। ইওরোপীয় ও আমেরিকান ছবি দেখে মনে হত আমরা কতকটা এগিয়েছি। যা দেখলাম তাতে মনে হয় ঢের পেছিয়ে আছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্তের পূর্ণ সংস্পর্শে আসার পর আমাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নানাভাবে লাভবান হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখি এর উন্নতি ও বিকাশে পাশ্চাত্তের প্রথিত-যশা লেখক ও সাহিত্যিক শেক্সপীয়ার, মোপাসাঁ, হুগো, বালজাক, ইবসেন, টলস্টয়, চেকভ প্রমুখ ব্যক্তিদের দান রয়েছে। দর্শনে আমাদের প্রাচীন গৌরব যতই থাকুক না কেন আধুনিক চিন্তাধারা যে পাশ্চাত্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত সেকথা স্বীকার করতেই হয়। প্রাচীন যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বহু মূল আবিষ্কার সত্ত্বেও আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান পাশ্চাত্তের কাজে ঋণী। সাহিত্যে দেখি পাশ্চাত্তের প্রভাবে গদ্যের এক বাস্তববাদী ধারা গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এর শুরু কালীপ্রসন্ন ঠাকুরের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"-য় এবং তার বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর", রবীন্দ্রনাথের শেষের রচনাগুলিতে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায়। মোটকথা, সংস্কৃতির উপরোক্ত বিভাগগুলিতে পাশ্চাত্তের নিদর্শন রইল এবং তা একদিক থেকে এই বিভাগগুলিকে সচেতন করেছে।

আমাদের চিত্রশিল্পের ভাগ্য কিন্তু অন্যরকম। শেক্সপীয়রকে বইয়ের পাতায় ছাপা অক্ষর এবং টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে উপভোগ করা কিংবা বোঝা যায়। কিন্তু ছবির আবেদন চাক্ষুষ। আমাদের দেশের শিল্পীদের কাছে পাশ্চাত্তের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রত্যক্ষ আবেদনের কোন সুযোগ ছিল না। এগুলির অতি সাধারণ উদাহরণের বোঝা আমাদের জুটে গিয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকটা ভালো জিনিসও ছিল যার ফলে ইওরোপীয় বাস্তববাদী শিল্পধারার কিছুটা আভাস ইঙ্গিত আমরা পেলাম। বাস্তববাদের সুরকে আমরা একেবারে বিস্মৃত হতে পারলাম না। তবু বলতে হবে ইওরোপীয় শিল্পের আবেদন ও তাৎপর্য আমাদের জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশে এলেন। তিনি নিজেই বলেছেন আমাদের শিল্পজগতে তাঁর আবির্ভাব ওঝা হিসাবে। ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় গ্যালারি থেকে পাশ্চাত্তের শিল্পনিদর্শনগুলো নীলামে বিক্রয় করে হস্তান্তর করেন। তিনি আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি আমাদেরই ঐতিহ্যপ্রধান শিল্প, যেমন মোগল, বাগ, অজন্তা এবং চীনা ও জাপানী শিল্পপদ্ধতির প্রতি ফেরাবার চেষ্টা করেন। ফলে আমাদের মধ্যে একটা অহমিকা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে হ্যাভেল সাহেবের এই প্রচেষ্টার ফল হল বিপরীত। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে

অতুল বসু

তৈলমাধ্যমে প্রতিকৃতি অঙ্কনে এ যুগের বাঙালী শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত। তিনি গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্টস্-এর প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষের পদে বৃত হন।

ব্রিটিশদের মারফৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে বিষ ভারতীয় শিল্পধারাকে জর্জরিত করেছিল, সেই বিষ ঝেড়ে ফেলে ভারতীয় শিল্পকে প্রাচ্যধারা অভিমুখী করাই একজন ব্রিটিশার হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ভারতীয় শিল্পকে তার নিজস্ব ঐতিহ্যের উপরে দাঁড় করানোর জন্য তিনি নানাভাবে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের শেষ পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি আমাদের নমস্য। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তাঁর রোগ নির্ণয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটি না থাকলেও ঔষধ নির্বাচনে কিছু দোষ ছিল, নচেৎ পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে বিষ তাড়াবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সেই বিষের প্রতিক্রিয়াই আজ আধুনিক ভারতীয় শিল্পে অতি প্রকট হয়ে উঠত না।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, এই সমস্ত ইওরোপীয়নরা নিজেরা জাত মানেন না অথচ আমাদেরই জাত শেখাতে আরম্ভ কোরলেন। আরও দেখা যায় ১৯০৯ সালে যখন তাঁরা আমাদের মধ্যে স্বাজাত্য বোধের অহমিকা সৃষ্টির চেষ্টা কোরছেন তখনই ইংলণ্ডে আশী হাজার গিনি দিয়ে জার্মান শিল্পীর একখানি ছবি কিনে নিজের দেশের শিল্প-সম্পদ বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে। অনেকটা রাজনৈতিক কারণেই ইংরেজরা আমাদের মধ্যে জাতের অভিমান জাগিয়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ফলে আমাদের চিত্রকলায় Realist স্কুল একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে রইল। এ অবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য প্রতিবাদ হয়েছিল, যেমন সুরেশ সমাজপতি মহাশয় এই নতুন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন এবং রণদা গুপ্ত এরই জন্য কলকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করে চিত্রে বাস্তববাদী ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অবশ্য এই সঙ্গেই ভারতীয় শিল্পের নামে অহিরাবণের দল শিল্পের রণক্ষেত্রে নামলেন। তাঁরা জন্মেই লড়াই আরম্ভ করলেন। পত্রিকা মারফৎ ভারতীয় শিল্পের নতুন নিদর্শনগুলো প্রচারিত হতে থাকল।

আমাদের চিত্রশিল্পের স্বাভাবিক গতি এইভাবেই ব্যাহত হল। সুরেশ সমাজপতি বা রণদা গুপ্তের প্রতিবাদ আন্দোলন উৎসাহের অভাবে বিলীন হয়ে যায়। অবশ্য রিয়ালিজমের আকর্ষণ একেবারে নষ্ট না হয়ে চাপা থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে নানাভাবে সম্মানিত হলেন। তাঁর ছবিতে রঙরেখার স্বপ্নরাজ্যের বৈশিষ্ট্যই প্রধান এবং তাঁর কারুকুশলতার উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল প্রচুর। তাঁর সব ছবিই অত্যন্ত বিশ্বাস আর যত্নের সঙ্গে করা। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কোন সত্যকার স্কুল গড়ে উঠল না। এর কারণ বোধ হয়; প্রথমত, রিয়ালিজমের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর শিষ্যদের তাঁর স্কুলকে বাঁচিয়ে না রেখে অতি-আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক। নন্দলাল অনেক ক্ষেত্রে ইওরোপীয় শিল্পের mixed effect-কে গ্রহণ করলেন। তাঁর সৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখা এবং ইম্প্রেশনিস্ট ছাপ একসঙ্গে বজায় রইল। যে কলাভবনের তিনি অধ্যক্ষ সেখানেই রবীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী ভিন্ন ভিন্ন জাতের শিল্প সৃষ্টি করতে লাগলেন। সারদা উকিল দিল্লীতে তাঁর স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ক্ষীণভাবে হলেও কিছুটা বজায় রেখেছিলেন—তাও লুপ্তপ্রায়। যামিনী রায় প্রথম যুগের রিয়ালিস্ট ধারায় অনুপ্রাণিত সবল ও সুস্থ শিল্পকে অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন। তাঁর নমাজপড়া, মাতাপুত্রের মন্দিরে প্রণাম প্রভৃতি ছবিতে রিয়ালিজমের অন্য টাইপ বিচ্যুতভাবে বজায় রইল। আগেকার সেই রেখার জোরালো ছাপ রেখে তিনি আলোছায়ামণ্ডিত বাস্তব রঙকে অনেকটা সরিয়ে দিলেন। অধুনা যামিনী রায়ের সৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের একেবারেই নিঃসম্পর্ক বললে হয়। তাঁর ছবির সুনাম ছড়িয়েছে দেশে-বিদেশে। কিন্তু বাঙলাদেশের কোন শিল্পী তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে এ ধরনের কোন প্রমাণ আপাতত নেই, একমাত্র তাঁর সুযোগ্য পুত্র অমিয় রায় ছাড়া। বর্তমানে সরকারী শিল্প-শিক্ষা আয়তনের রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পক্ষপুটে ও আনুকূল্যে রথীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষের প্রভাব অনেক তরুণ শিল্পীর উপর দেখা যাচ্ছে এবং এ প্রভাব আরও কিছুদিন চলবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু যামিনী গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁর মুষ্টিমেয় শিষ্য রিয়ালিজমের ক্ষীণ ধারা কিছুটা বজায় রেখেছেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কখনো কোন শিল্পধারা জানতে পারিনি, বজায়ও রাখতে পারিনি।

ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রধান শিল্পের নামে আমাদের যে বিদ্রোহ তা-ও হয়েছিল আত্মঘাতী। ঠিক এই অবস্থায় সম্পূর্ণ রিয়ালিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট শিল্পের প্রামাণিক, সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক নিদর্শন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সোভিয়েট শিল্পীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এক বিশেষ শিল্পধারাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ইওরোপের রেনেসাঁর পরেকার শিল্প-সম্ভার ও তার মালমশলাই এঁদের প্রধান অবলম্বন। এঁরা যে শিল্পধারা বেছে নিয়েছেন তাতে যথেষ্ট উন্নতমান শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এদিক থেকে তাঁরা একটি বড় দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ধরনের কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করায় অর্থাৎ বিশেষ কোন শিল্পধারা নির্বাচন না করার দরুণ আমাদের দেশে Impressionism, Post-impressionism পেরিয়ে fauvism (যা-খুশি-তাই'এর আন্দোলন) কে নিয়ে সদম্ভ মাতামাতি লক্ষ্য করা যায়। ইওরোপের রিয়ালিজমের সুর কিংবা চিহ্ন আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্পেনে গুহা গাত্রে পাই; সেই মূলসুর ধরে বহু বছর পরে টিসিয়ান, রেম্ব্রান্ট, হলস্, হলবেইন্, মানে, দেগা, অগস্টাস্জন্, সির্কাট এমন কি অরফ্যান, সারজেন্টেও ধ্বনিত দেখতে পাই। রাশিয়ার চিত্রে টিসিয়ান কি রেম্ব্রান্ট সৃষ্টি না হলেও যে আদর্শ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তাকে তাঁরা spring board হিসাবে ব্যবহার করতে চান। ইতিমধ্যেই তাঁরা নিজেদের কারুকুশলতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঙালী শিল্পীদের নতুন অভিযান রাশিয়ার এই শিল্প-আদর্শ বেছে নেওয়া থেকে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। সুস্থ মনোভাব আর বলিষ্ঠ আঙ্গিকের খাতিরেই এ জিনিস প্রয়োজন। High Art-এর নামে সাধারণ লোকের সহজ সরল শিল্পবোধকে অবজ্ঞা করার দিন চলে গেছে। সোভিয়েট শিল্পীরা একথা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছেন। বাঙালীর বিশেষত্ব এই তারা ছবি কিনে ছবির সমাদর করতে না পারলেও ভালো ভালো ছবি তারা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনো উপভোগ করতে কার্পণ্য করেনি। আশা করা যায়, এই বিশিষ্টতাই শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে।

শিল্পসৃষ্টির আকর প্রকৃতি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অকার্পণ্যে রেখা-রঙ-আলোছায়ায় অফুরন্ত "রূপভেদ"-এর সম্ভার বিতরণ করছে। শিল্পীর কাজ চাক্ষুষ পরিচয়ের মাধ্যমে এই সমস্তকে আহরণ করা। এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট শিল্প-পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। রাশিয়ানরা একটা পথ বেছে নিয়েছেন। জাতীয় শিল্প বলে কিছু গর্ব করতে গেলে, জাতীয় পছন্দের ছাপ সুস্পষ্ট হওয়া চাই, তার জন্য একটা পথ বেছে চলায় বিশ্বাস, সাহস ও সামর্থ্য চাই, এ কাজ খুব সহজ নয়।

"পরিচয়ে'র সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধে সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্য আমি কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী ও শিল্পরসিকের সঙ্গে দেখা করি। এখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হ'ল। সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী এদেশে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পী সঙ্ঘ এবং নয়া দিল্লীর সর্বভারতীয় চারুকলা এবং কারু সমিতির মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল ঠিক সেইভাবে ১৯৫৩ সালের শীতকালে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় চিত্রকলার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রদর্শনীর ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল ভারতে এসেছেন। এঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন শিল্পী। প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক এ, জামোস্কিন্। ইনি সোভিয়েট রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক ও মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশাস্ত্রের অধ্যাপক। দ্বিতীয় ব্যক্তি মঁসিয়ে লেভেলভ। ইনি মস্কো মিউজিয়মের সহকারী ডিরেক্টর। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ডিয়াকনভ। ইনি মস্কোতে ইতিহাসের অধ্যাপক।

শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভি, য়েফানভ। ইনি ইতিমধ্যেই স্তালিন পুরস্কার লাভ করেছেন। এঁর একটি স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। প্রতিকৃতি অঙ্কনেই এঁর বিশেষ হাত। ইনি মস্কোর আর্ট ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজ করেন এবং সোভিয়েট শিল্পী সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য। শিল্পীদের আর একজন হচ্ছেন ভ্যাসিলি চুইকভ। ইনি সোভিয়েট কিরগিজস্তানের সম্মানিত শিল্পী। দুবার স্তালিন পুরস্কার পেয়েছেন। দৃশ্যচিত্র শিল্পী হিসাবেই এঁর প্রতিভার বিকাশ। কিরগিজস্তানের উপর এঁর তিনটি দৃশ্যচিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি কিরগিজস্তানের বহুমুখী নতুন জীবনযাত্রার উপর অজস্র ছবি এঁকেছেন।

এপ্রিল মাসের তিন তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত যে কদিন প্রদর্শনী খোলা ছিল তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার দর্শক অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজারের মত দর্শক প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকেছেন। প্রদর্শনীতে মোটামুটি তিনটি বিভাগ ছিল, যথা : চিত্রকলা, রেখাচিত্র এবং ভাস্কর্য। চিত্রকলার মধ্যে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর এই যুগেরই নিদর্শন ছিল। অবিশ্যি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই শেষোক্ত যুগের চিত্রকলাই ছিল সংখ্যায় বেশী। এর মধ্যে আবার মূল এবং প্রতিলিপির তারতম্য ছিল। অনেক মূল ছবি ইচ্ছা থাকলেও সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি তার প্রতিলিপি তাঁরা নিয়ে এসেছেন। প্রাক্-বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর যুগের ছবি একসঙ্গে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কলায় শিল্পের ঐতিহ্য এবং এখনকার শিল্প সম্ভারকে সংযুক্তভাবে দেখানো। বিপ্লবোত্তর যুগের যে শিল্পীর ছবি আনা হয়েছিল তার মধ্যে আমরা পাই য়েকানভ, চুইকভ, গেরাসিমভ, বাকলেয়েফ, লাফ্টিওনভ, গেল্সবার্গ, চেবাফভ, মোরোকিন, সুরনিন, ভ্যামিলিয়েভ ফিনোজেনভ প্রমুখ শিল্পীদের ছবি। এই সমস্ত ছবিই রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং মস্কোর ত্রেতিয়াকফ গ্যালারী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য রিপাবলিকের আঞ্চলিক গ্যালারী থেকে এগুলি নির্বাচিত করে এদেশে আনা হয়েছে। প্রাক্-বিপ্লব যুগের ছবির মধ্যে আমরা পাই রেপিন, ভেরেশ্চাগিন, সেরভ, আইজোভস্কি, মিমাস্কিন, রোমাদিন প্রমুখ শিল্পীদের মূল ছবি। এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য ভেরেশ্চাগিন যিনি ১৮৭৪-৭৬ সালে ভারতে ছিলেন, তাঁর ভারত-চিত্রাবলীর অন্তর্গত পাঁচটি মিনিয়েচার বা ছোট আকারের সূক্ষ্ম কাজযুক্ত ছবি। রিপ্রোডাকসন বা প্রতিলিপি হিসাবে রেপিন, সুরিকভ, সেরভ-এর ছবি অনেকগুলি আনা হয়েছিল। গ্র্যাফিক্ আর্ট বা রেখাচিত্র বিভাগে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমের কাজ লক্ষ্য করেছি যেমন চারকোল এবং পেন্সিল ড্রয়িং ও প্যাস্টেলের কাজ। এই বিভাগে বেশীর ভাগই ছিল মূল ছবি। এগুলি একদিক থেকে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল কারণ সোভিয়েট শিল্পীরা যেমন বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতে দক্ষ তেমনি ছোট আকারে ছবি আঁকতেও তাঁরা সমান পারদর্শী। ভাস্কর্যের ছোট বড় বাইশটি মূর্তি ছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্রোঞ্জে তৈরী; বাকি চুনাপাথর, মার্বেল পাথর এবং প্লাস্টারের কাজ। প্রদর্শনীতে পঁচাত্তরটির অধিক যে বড় বড় মূল ক্যানভাস ছিল তা সবই তেলরঙে সম্পূর্ণ। এ গুলিই ছিল আলোচ্য চারুকলা প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক নয় যে সোভিয়েট চিত্রকলার প্রধান বিকাশ তেলরঙে। তাছাড়া Realistic পদ্ধতিতে তেলরঙই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম।

লেডি ব্যাবোর্ণ কলেজ ১৩ দিনব্যাপী এই চারুকলা প্রদর্শনী দর্শকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। কলকাতায় চারুকলার প্রদর্শনী আজকাল মোটেই অপ্রতুল নয়। কিন্তু ছবি দেখে এত লোকের মধ্যে এ ধরনের সাড়া কলকাতায় আর কখনও দেখা যায়নি। একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে ছবি দেখায় যাঁরা অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ প্রত্যেকেই প্রদর্শিত ছবিগুলির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছেন। তবু বিরূপ সমালোচনা যে একেবারে

প্রভাতকুমার দত্ত

শিল্প সম্পর্কে লেখক হিসাবে এঁর নাম উল্লেখযোগ্য। সমগ্র আলোচনাটির উপর প্রাসঙ্গিক আলোকপাতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ইনি।

হয়নি তা মোটেই নয়। কেউ কেউ সোভিয়েট চারুকলা দেখে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কয়েকটি দিক থেকে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখানে সেই সন্দেহের বিষয়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে। আর সোভিয়েট ছবি বেশীর ভাগ দর্শকের কেন ভাল লেগেছে সে বিষয়ে পূর্বের সাক্ষাৎকারগুলিতেই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

সোভিয়েট শিল্পের বিপক্ষে যে সমস্ত মত প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এগুলিই প্রধান, যথা : সোভিয়েট শিল্প বিবরণ-ধর্মী এবং সে-জন্যই ফটোগ্রাফিক, এর আঙ্গিক হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের Representationalist-এর অ্যাকাডেমিক শিল্প পদ্ধতি, এই শিল্পে কল্পনার কোন অবসর সৃষ্টি করা হয় নি ইত্যাদি। সোভিয়েট শিল্পকে যখন আমরা বিবরণ ধর্মী বলি তখন সোভিয়েটের বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভুলে যাই। সোভিয়েট শিল্পীরা মোটেই অস্বীকার করছেন না তাঁদের সৃষ্টিতে বিবরণ বলতে কিছু নেই। ছবিতে বিবরণ থাকলেই তা নিকৃষ্ট শিল্প হয় না। একমাত্র আঙ্গিক বা গঠনগত উৎকর্ষের অভাব ঘটলেই আমরা তাকে নিকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি। সোভিয়েটের মানুষ সকলের পরিশ্রমে যে সংযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন যেখানে শ্রমটাই একটা সম্মানের জিনিস। সুতরাং ক্যানভাসে এর শিল্পগত প্রতিফলন মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সোভিয়েটের মানুষ শ্রমের মারফত যেমন বাস্তব সম্পদ বাড়ানোয় সাহায্য করছে তেমনি অন্যদিকে তারা চিত্তের ঐশ্বর্যও সঞ্চয় করছে। সোভিয়েট শিল্প এই শ্রমকে বিষয়বস্তু করে নিয়ে চিত্তের ঐশ্বর্যকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করায় সাহায্য করছে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে 'এ লেটার ফ্রেম দি ফ্রন্ট', 'ডেকোরেসন ডিগ্নি', 'কোলকোজ ফার্ম ইন কারাকস্তান' প্রভৃতি ছবিতে আমরা শুধু বিবরণ পাই না। এর শিল্পগত এক বড় দিক রয়েছে যা সোভিয়েটের মানুষকে চিত্তের সম্পদেও শক্তিশালী করছে। সোভিয়েট শিল্পীরা যদি কেবল বিবরণকেই আমল দিতেন তবে আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁরা যে প্রচুর দৃশ্যচিত্র আর স্টিল লাইফ এনেছিলেন সেগুলিকে ব্যাখ্যা করি কি করে? আমাদের দেশে নানা উপাখ্যান আর পুরাণকে অবলম্বন করে যে সমস্ত দেবদেবীর আলেখ্য তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে তা বিবরণের পর্যায়ে পড়ে না আর সোভিয়েটের জীবনে অত্যন্ত বাস্তব উপাখ্যানের উপর লেনিন, স্তালিন বা সোভিয়েটের সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে যে সমস্ত ছবি আঁকা হয়েছে তা বিবরণ ধর্মী! একথা মানলে তো আমাদের বৌদ্ধযুগের শিল্পকলাও এক অর্থে বিবরণ ধর্মী। আমাদের দেশেও তো শিল্পকে ধর্ম প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভারতীয় শিল্প বিবরণ ধর্মী হয়ে পড়েনি। সোভিয়েট শিল্পে নতুন জীবন দর্শনের প্রয়োজনে বিবরণের দিক নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তা শিল্পের ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ সোভিয়েট শিল্পীর ছবিগুলিতে যে পরিবেশ যে রঙ, রোদ্দুর আর আলোছায়াকে ধরার যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তা আলোকচিত্রে ধরা কোন দিন সম্ভব নয়। এর জন্যে শিল্পীর প্রতিভা আর তুলির উপর নির্ভীক অধিকার অপরিহার্য।

এরপর সোভিয়েট শিল্পে এ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবর্তন কিনা এ প্রশ্নে আসা যাক। তেলরঙে রিপ্রেসেন্টেসনাল আর্ট সৃষ্টির পদ্ধতি অনেক দিনকার প্রচলিত পুরানো পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইওরোপের বহু শিল্পী অনেক উঁচুতরের শিল্প সৃষ্টি করেছেন। সোভিয়েট শিল্পীরা এই পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন বলেই যে অ্যাকাডেমিক হয়ে পড়েছেন তা মোটেই নয়। আগেকার দিনে শিল্পীরা যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তেলরঙে কাজ করেছেন সোভিয়েট শিল্পীরা নিশ্চয়ই ঠিক সেই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছেন না। এদিক থেকে মাধ্যম এক হলেও তখনকার কাজে আর এখনকার কাজে পার্থক্য থাকবেই কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে তেলরঙে রিপ্রেসেন্টেশনাল আর্ট সৃষ্টি ছিল কেবলমাত্র বাইরের জগতের আকারের (appearance) পুনরায় সৃষ্টি বা পুনরায় অংকন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সোভিয়েট দেশে রিপ্রেসেন্টেসনাল আর্ট শুধু এটুকু নয় আরও কিছু। আসল প্রশ্ন হচ্ছে সোভিয়েট শিল্পীরা তেলরঙকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন কিনা অথবা ইওরোপ এ পথে যতটা অগ্রসর হয়েছিল সেখানেই থেমে আছেন কিনা। এদিক থেকে বিচার করলে সোভিয়েট ছবিতে রঙের নির্বাচন, রঙ ব্যবহারের রীতি, ছবিতে সার্থকভাবে থ্রি ডাইমেনসনাল এফেক্ট সৃষ্টি, ক্যানভাসে একসঙ্গে ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়বস্তুকে ফলিয়ে তোলার দক্ষতা, রোদ্দুর বা আলোছায়াকে অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে ধরা প্রভৃতি দিক থেকে সোভিয়েট শিল্প কোন ক্রমেই অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয় বরং এই মাধ্যমের তথা শিল্পাদর্শের নতুন পরিণতি। এ কথা ঠিক এবং অনেকে তা স্বীকারও করেছেন যে এই নতুন পরিণতির ব্যাপারে তাঁরা রেমব্র্যাণ্ট বা টিসিয়ানের মত উঁচুদরের শিল্প সৃষ্টি না করলেও যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা অত্যন্ত সুস্থ ও সবল এবং ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। আর এই পথ বেছে নেওয়াতেই তাঁদের শিল্পধারা আজ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তেলরঙে আঁকা হলেও এই রকম উদার শিল্পসৃষ্টি এই মাধ্যমে আর কখন হয়নি। এখানেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে সোভিয়েট শিল্প নিছক ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয়।

এরপর সোভিয়েট শিল্পে কল্পনার কোন স্থান আছে কিনা এ নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কল্পনা বলতে আমরা কি বুঝি এর উপরে এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। সোভিয়েট শিল্প বাস্তববাদী এবং উদ্দেশ্যমূলক শিল্প তাই ব্যক্তিগত মনের বিচ্ছিন্ন কল্পনা বা বিশুদ্ধ রসসম্ভোগের কোন স্থান এখানে নেই। সোভিয়েট শিল্পে কল্পনা আছে। তা মানুষের মনকে নিছক মোহগ্রস্ত না করে দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকে পরিচালিত করে। সকাল বেলাকার আলোয় স্তালিনের ছবি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে গোর্কীর 'লোয়ার 'ডেপথস্' নাটক পড়ে শোনানোর দৃশ্য প্রভৃতিতে মানুষের চিত্তের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে তা মনকে কম কল্পনাশ্রয়ী করে না। রেখাশ্রয়ী না হলে যে ছবিতে কল্পনা থাকবে না এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। আর তেলরঙে রেখার প্রশ্ন ওঠে না। ছবিতে কল্পনা শুধু রেখা থেকে আসে না—আসে তার রঙ, সামগ্রিক পরিকল্পনা, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব প্রভৃতি থেকে। আর সোভিয়েট শিল্পীদের রেখাশিল্পেও যে হাত আছে তার পরিচয় পাই গ্র্যাফিক আর্ট অর্থাৎ প্যাস্টেল, কাঠ কয়লা, পেনসিল ড্রয়িং প্রভৃতি কাজে। আসলে ছবিতে কল্পনা-সৃষ্টি নিয়ে আমাদের মনের অনেকটা রক্ষণশীল ধারণা দিয়ে সোভিয়েটের নতুন সমাজব্যবস্থার আওতায় সৃষ্ট ছবির বিচার করলে শুধু অবিচারই করা হবে। আগেই বলেছি সোভিয়েট দেশে শুধু বস্তুর সম্ভার বাড়ছে না, সমভাবে মানুষের চিত্তের সম্ভারও বাড়ছে। সুতরাং সোভিয়েট ছবিতে কল্পনা থাকবে না এ জিনিস আশঙ্কা করা নিতান্তই অমূলক। এ ছাড়া সোভিয়েট শিল্পীরা টেকনিক ও বড় ক্যানভাসে কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলোচ্য প্রদর্শনীতে চেরাকফের 'স্তালিনের জন্য উপহার', ব্রডস্কির 'মে ডে শোভাযাত্রা' প্রভৃতি ছবি তারই নিদর্শন। (দ্রঃ পরিচয়, একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, নববর্ষ সংখ্যা—বৈশাখ ১৩৫৯)

নীচে বাঁদিকে
পোল্যান্ডের
বিখ্যাত ভাস্কর
অ্যাণ্টনি ড্রুস্যা।

ডানদিকের পৃষ্ঠায় :
পোলিশ ভাস্কর
অ্যাণ্টনি ড্রুস্যা কৃত
'ক্রুশবিদ্ধ' নামক ভাস্কর্য।

সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কর্য

রাণা বসু

পোল্যান্ড সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পোলিশদের সাংস্কৃতিক জীবন তার অন্যান্য প্রতিবেশী সোস্যালিস্ট দেশগুলির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু পোল্যান্ডের শিল্পজগৎ রাষ্ট্র করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও কল্পনায় ও শিল্পের ধ্যান-ধারণায় শুধু নয়, এমন কি গঠন ও আঙ্গিকেও সেখানকার শিল্পীরা মুক্ত আকাশে ঘোরা-ফেরা কোরতে অনেকাংশে অভ্যস্থ।

পোলিশ ভাস্কর্যের কথা লিখতে বসলে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি হোলেন জাভেরি ডুনিকোস্কি।

আজকের পোলিশ ভাস্কর্য যে পর্যায় এসে পৌঁচেছে সে-পরিণতির পেছনে ডুনিকোস্কি প্রমুখ বহু ভাস্করের অক্লান্ত সাধনা ও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস জড়ানো রয়েছে। এক কথায় ডুনিকোস্কি প্রমুখ ভাস্করের সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবেই আমরা বর্তমান পোল্যান্ডের প্ল্যাস্টিক আর্টের বহু বিচিত্র নিদর্শনগুলি দেখার সুযোগ পাচ্ছি। আজকের ভাস্কররা অভিব্যক্তির নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে উৎসুক। সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্করদের সে অভিব্যক্তির ট্রাডিশন : ক্রাকো, লজ, ওয়ারশ এমন কী দূর পারী, লন্ডনের ছোঁয়াচে হাওয়া।

বিশ শতকের প্রারম্ভে পোলিশ ভাস্কর্যে আধুনিকত্বের প্রচলন শুরু হয়। সেদিনের শিল্পীদের ভাস্কর্য সম্পূর্ণ অবাস্তব হোলেও তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ছিল এক সুষম ছন্দ। সে-যুগের শিল্পী জিপ্‌বিগ্‌নি প্রনস্কো-এর কংক্রিটের মিস্‌কেভিচ্‌ শিল্প কর্মটি ভাস্কর্যক্ষেত্রে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কোরেছিল। বহু শিল্পী তখন খুঁজছিলেন ভাস্কর্যে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান। লজের অধিবাসিনী কাতারাসিনা কাব্‌রো বিষয়বস্তু বিবর্জিত পাতলা ধাতুর প্লেটে গাণিতিক নির্দিষ্টতা ও কেবলমাত্র স্পেস সেকশনস্‌-এ 'ইউনিস্টিক

পোলিশ ভাস্কর ডুনিকোস্কি নির্মিত এই বিশিষ্ট ভাস্কর্যটির নাম : ভাগ্য। ভাস্করের অক্লান্ত সাধনা ও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি।

পোল্যাণ্ডের প্রখ্যাত নামা ভাস্কর অ্যাণ্টোন ড়ুস্যা নির্মিত ভাস্কর্য : সন্ত অ্যান। ইদানীন্তন পোল্যাণ্ডের ভাস্কর্যের ধারাবাহী এই শিল্পী।

ভাস্কর্য' রচনা কোরে বহু রূপ-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রাকোর হেনরিখ্ উইচিন্স্কি দুর্বোধ্য অথচ যৌক্তিক এবং শ্রীমতী মেরিয়া এয়ারেমা-র ত্রি-মাত্রিক আকারবিশিষ্ট শিল্প রচনাগুলিকে নবধারার সূচক বলা চলে। শ্রীমতী এয়ারেমা-র 'ব্যালে' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশেষত পোলিশ ভাস্কররা উল্লেখিত ট্রাডিশনের অনুসারী হন। বলা যায় উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পোলিশ ভাস্কর্যে আধুনিকীর কাল শুরু হোয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তখনো প্রাচীন ঘরানার ডুনিকোস্কি, ফ্রাঞ্চিশক্ স্ট্রেনকেউচ্ প্রমুখ ভাস্কররা সাবেকীধারায় অফুরান সৃষ্টকর্ম কলা-রসিকদের নিবেদন কোরছেন।

এই কালে নির্মিত ডুনিকোস্কি-র সুগঠন ও মার্জিত দুটি অপূর্ব ভাস্কর্য সৃষ্টি 'ভিক্টরী' ও 'ফিট অব দি ইনসারজেণ্টস্' শিল্পীকে কালের কাছে অমর কোরে রাখবে। বিশেষত সেণ্ট অ্যানস মাউণ্টের পাদদেশে 'ফিট অব দি ইন্সারজেণ্টস্' শিল্পকর্মটি গঠন সৌকার্যে যে কত রম্য যিনি তা না দেখেছেন তাঁকে বোঝানো খুব কঠিন। বর্তমান পোলিশ শিল্পীরা পোট্রেট স্কাল্পচার করেন না বোললেই চলে, কিন্তু ডুনিকোস্কি পোট্রেট স্কাল্পচারের বিশেষ অনুরাগী। ক্রাকো ক্যাসেলের সিলিং-এ ডুনিকোস্কি-র হাতে তৈরি এক অনুক্রমিক 'ওয়াভেল হেডস'-এর নিদর্শন আছে। এই 'ওয়াভেল হেডস' ভাস্কর্যগুলিকে এক অনুপম সাদৃশ্যের প্রতিকৃতি বোললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না। সাম্প্রতিক কালের বহু তরুণ পোলিশ ভাস্করই ডুনিকোস্কি-র ছাত্র। ডুনিকোস্কি-র ছাত্রছাত্রীদের ভেতর বর্তমানে যাঁরা কৃতী ভাস্কর হিসেবে পোল্যাণ্ডে খ্যাতিলাভ কোরেছেন —এলিনা স্লেসিন্স্কা ও বারবারা জব্রসিনা তাঁদের অন্যতমা।

সাময়িক কালে যে-সব তরুণ পোলিশ ভাস্কর ভাস্কর্যকলার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ও স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান কোরেছেন তাঁদের মধ্যে এলিনা সাপোচিনিকোভো, এলিনা স্লেসিন্স্কা, অস্কার হ্যান্সেন, ইয়েশে ইয়ারনকেভিচ্, তদৌস্ লোজান ও তদৌস্ সেক্লুস্কি-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ওয়ারশতে থেকে ভাস্কর্যচর্চা করেন। যে-সব তরুণ ভাস্করদের নাম আমি উল্লেখ কোরলুম এঁরা প্রত্যেকেই ভাস্কর্যকলার আপন আপন ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। একজন শিল্পীর শিল্পরীতির সঙ্গে আর একজনের শিল্পরীতির কোনো প্রকার সৌসাদৃশ্য নেই।

সংক্ষেপে পোল্যাণ্ডের বর্তমান তরুণ ভাস্করদের শিল্পকৌশলময় প্রবণতা সম্পর্কে ব্যাখ্যান খুবই

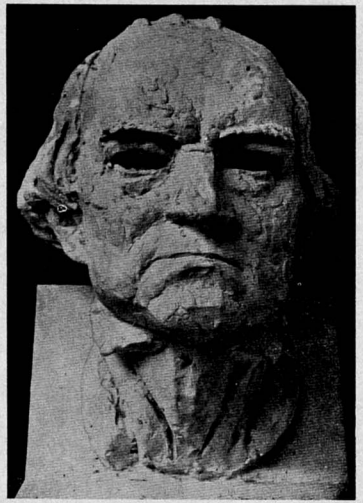

ডানদিকে : ক্রুশবিদ্ধ যিশুর অন্যতর রূপায়ণ। রূপকার পোলিশ ভাস্কর অ্যান্টনি ডুস্যা।

বাঁদিকে : পোল্যাণ্ডের স্বনামধন্য ভাস্কর ডুনিকোস্কি নির্মিত একটি প্রতিকৃতি।

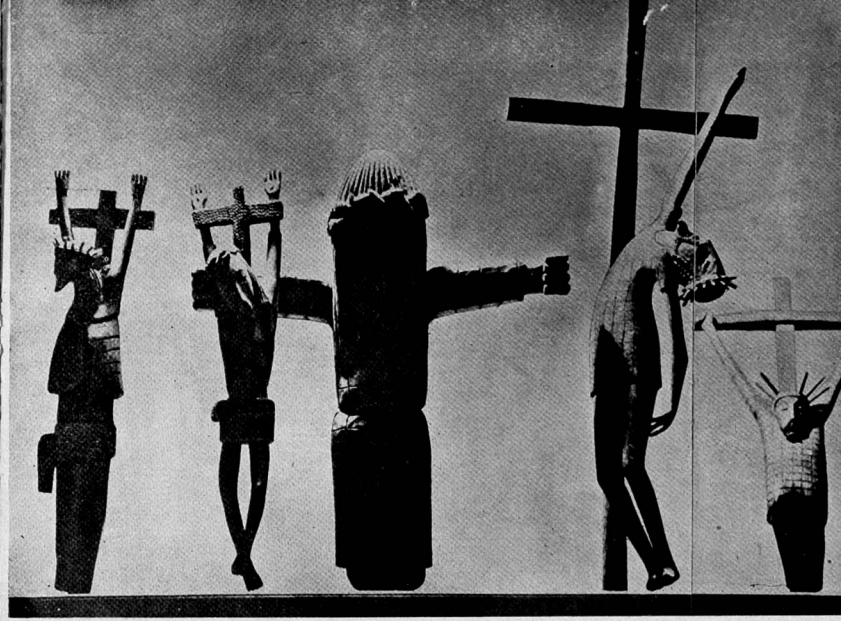

দুরূহের। পূর্বে ভাস্কররা যে আঙ্গিকে তাঁদের শিল্প সৃষ্টি কোরতেন তার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় ভাস্কর্যের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। বর্তমান পোলিশ ভাস্করদের মধ্যে স্পেসের ক্ষেত্রে নতুন বিশ্লেষণ সৃষ্টি ও সসার ভাব উদ্ভাবনের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এক কথায় বর্তমান শিল্পীদের অ্যাবসট্রাক্ট বায়োলজি-র দিকেই আকর্ষণ বেশি। অনেক শিল্পী আবার দুর্বোধ্য জ্যামিতিক রীতিতে আপন আপন শিল্পকর্মকে রূপ দিতে ইচ্ছুক।

পূর্বে শ্রীমতী এলিনা সাপোচিনিকোভো-র নাম উল্লেখ কোরেছি। শ্রীমতী সাপোচিনকোভো পারীতে ভাস্কর্যের পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর ভাস্কর্য নির্মিতির মধ্যে অবয়বের সংখ্যাই বেশি। প্রথমে তিনি গীতাত্মক লালিত্যপূর্ণ নারীমূর্তিই সৃজন কোরতেন। অধুনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে পালাবদল ঘটেছে অর্থাৎ তাঁর কর্মে কালের প্রভাব বর্তমান। তিনি এখন প্ল্যাস্টিক সেপকেই আপন শিল্পকর্মের বিষয় কোরে নিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় গঠনের ক্ষেত্রে প্ল্যাসটিসিটি কেবল নিজের জোরে টিঁকে থাকতে পারে না। রূপক ও ইংগিতের মাধ্যমে শিল্পীর 'বিউটিফুল ভলটিগের', 'লভার্স', 'অন দি বীচ' ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গের ভাস্কর্য-গুলি সত্যিই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

রাণা বসু

মূলত কবি। প্রবন্ধ-রচনায়ও সুদক্ষ তিনি। একটি বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-এর সহিত যুক্ত। 'নববর্ষ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এঁর ভবিষ্যৎ বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

এলিনা স্লেসিন্স্কা ওয়ারশ আকাদমি অব ফাইন আর্টস-এ পাঠজীবন সমাপ্ত করেন উনিশশো পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে। ইতোমধ্যে পারী ও লণ্ডন শহরে এই মহিলা-শিল্পীর ভাস্কর্যকর্মের একক প্রদর্শনী হোয়ে গেছে। মনুষ্য অবয়ব-ই তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু হোলেও শিল্পীকে স্কাল্পচারস ফিগারল' বোলতে কেমন যেন বাধা পাই। শ্রীমতী স্লেসিন্স্কা-র শিল্পকর্মগুলিকে দেখলে এক নতুন রাজ্যের বস্তু বোলে মনে হয়—সৃষ্টি-কর্মগুলি একাধারে যেমন নাটকীয় তেমনি গীতিপ্রধান। তাঁর 'ফ্যামিলি', 'কেন অ্যান্ড আবেল' প্রভৃতি শিল্প-কর্মগুলি সত্যিই অপূর্ব।

ইদানীন্তন পোল্যাণ্ডের আর এক যশস্বী ভাস্কর হোলেন অ্যান্টনি ডুস্যা। পোল্যাণ্ডের এক দূর পল্লী-গ্রামে তাঁর বাস। জন্ম এক দরিদ্রের ঘরে। উনিশশো আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে ডুস্যা জ্যাকোপেনের উড ইন্ডাস্ট্রি স্কুলে শিক্ষার্থী হিসেবে ভরতি হন। ওই স্কুলের অ্যান্টনি কেনার নামে জনৈক শিক্ষকের দৃষ্টি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কেনারের কাছেই ডুস্যা শিল্পের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যে ডুস্যা ভাস্কর্য বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং লণ্ডন, পারী, চীন ও মস্কোর পোলিশ শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডুস্যা কাঠ কুঁদে ভাস্কর্যের নানান রূপ দিয়ে থাকেন। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তিনি তাঁর মানস মূর্তিগুলির রূপদান করেন। তাই তাঁর হাতের শিল্পের বিষয়বস্তু বহু বিচিত্র ও অভিনব। ডুস্যা রচিত ক্রুশ-

নীচের ভাস্কর্যটির নাম :
'ধ্যানে আত্মবিলীন'
—ভাস্কর : অ্যান্টনি রুস্যা।

বিদ্ধ যীশুর বিভিন্ন শিল্প রূপায়ণ সত্যিই রমণীয়—বিশেষ কোরে তাঁর এ শিল্পসৃষ্টি দেখে রূপ-রসিকরা বারেবারে বিস্ময়বোধ কোরেছেন। প্রাচীন গ্রীক আর্টের সঙ্গে শ্লাভিক ইমোশানালিজম্-এর মিশ্রণে অতি-আধুনিক রুস্যা-র বিস্ময়কর ভাস্কর্যসৃষ্টিগুলি আত্ম-প্রকাশ কোরেছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হৃদয়ের অনুভূতি যে একান্ত বর্তমান তা প্রথম দর্শনে শিল্প-অনুরাগী মাত্রই অনুধাবন কোরতে সক্ষম হবেন নিশ্চিত বলা যায়।

বর্তমানকালের পোলিশ ভাস্কর্য তরুণ ভাস্করদের হাতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুস্তর বাধা অতিক্রম কোরে ক্রমশ এক মহান উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে—হয়তো একদা পোলিশ ভাস্কররা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের ভাস্করদের শিল্পরাজ্যের নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারবেন। এক কথায় বোলতে গেলে পোলিশ ভাস্কর্য তার প্রতিবেশীর চেয়ে আঙ্গিকের দিক দিয়ে অনেকাংশে মুক্তির 'আস্বাদ-লাভে সমর্থ।

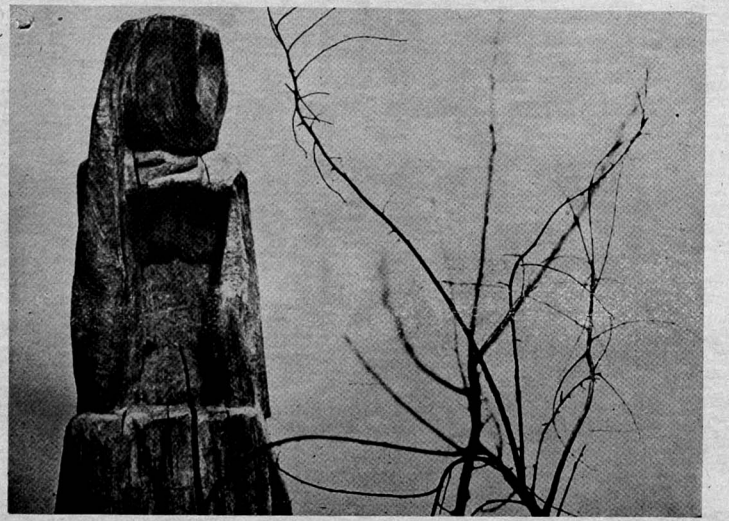

পথক্লান্ত যাযাবর শীতার্ত সুমেরু থেকে ফেরা
মুগ্ধ এক সমুদ্রের উষ্ণনীল নির্জন কিনারে,
মাটি কাটে বীজ বোনে, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্বেষণে
যবশীর্ষে পেয়েছে সে ধরিত্রী মায়ের আশীর্বাদ!

পিতা মহামানবের সুন্দর শিশুরা অসূয়াতে
তবু দিল বক্ষোরক্ত চিরে
সেই পুণ্য সাগরের তীরে
যেখানে নূতন প্রাণ শস্যধান উঠেছিল আরেক প্রভাতে।

কেঁদেছে কে? মা এ বসুন্ধরা শান্তির আবেদনে
বলে ভাঙো ঐ তলোয়ারখানা লাঙলের ফলা আনো
হলকর্ষণে বিক্ষত হব, মৃত্তিকা নিঙ্ড়ানো
উৎসর্গের ফল তুলে নিও, আনন্দ এ বেদনে!

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

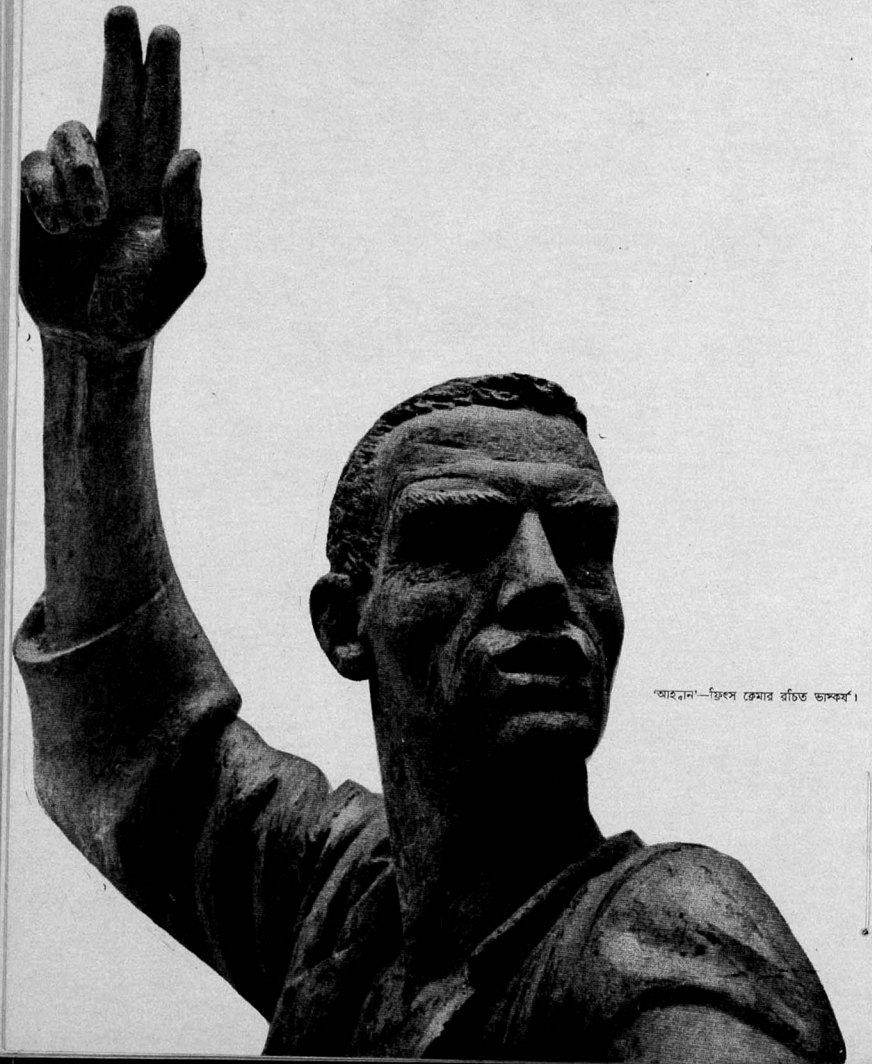

সুকুমার ঘোষ

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের উপর
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান
প্রবন্ধাদি লিখে সুনাম অর্জন কোরেছেন।
বর্তমানে কোলকাতার খ্যাতনামা
প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

পূর্ব-জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্য | সুকুমার ঘোষ

'আহ্বান'—ফ্রিৎস ক্রেমার রচিত ভাস্কর্য।

অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অভাব, ভীতি, মৃত্যু—মহাযুদ্ধকালীন এই অবস্থার মধ্যেও শিল্পের মৃত্যু হয়নি জার্মানিতে। পূর্ব জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যের পটভূমিকায় তাই কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পের বিভীষিকা আর তার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা প্রাধান্য লাভ কোরেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ধ্বংসের মধ্যে গোড়ে উঠেছে শিল্পচিন্তার এক নোতুন ধারা।

কোনো দেশের শিল্পকলার ধারা হৃদয়ঙ্গম কোরতে হোলে তৎকালীন সংস্কৃতির পটভূমিকা জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মানির শিল্পকলার ক্ষেত্রে অশেষ ক্ষতির কারণ হোয়েছিল। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ফ্যাসিস্ত সরকারের পতনের পর চতুঃশক্তির ভাগবাঁটোয়ারায় জার্মানি খণ্ডিত হোল। পশ্চিম জার্মানি ভাগে পড়ল তিন শক্তির—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্স। পূর্ব জার্মানি রইল রুশিয়ার অংশে। ওই একই বছরের পটাসডাম চুক্তি অনুসারে স্থির হোল যে জার্মানির ভাগ্যনিয়ন্তা এই চতুঃশক্তি মিলিতভাবে প্রজাতান্ত্রিক শান্তিবাদী রাষ্ট্ররূপে জার্মানিকে গোড়ে তুলবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধবাদের সম্ভাবনাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এবং যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের সরকারী এবং বেসরকারী পদ থেকে অপসারিত করা হবে। পটাসডাম চুক্তি অনুযায়ী ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পুরনো জায়গীর প্রথারও অবলুপ্তি করা হবে বলা হোল।

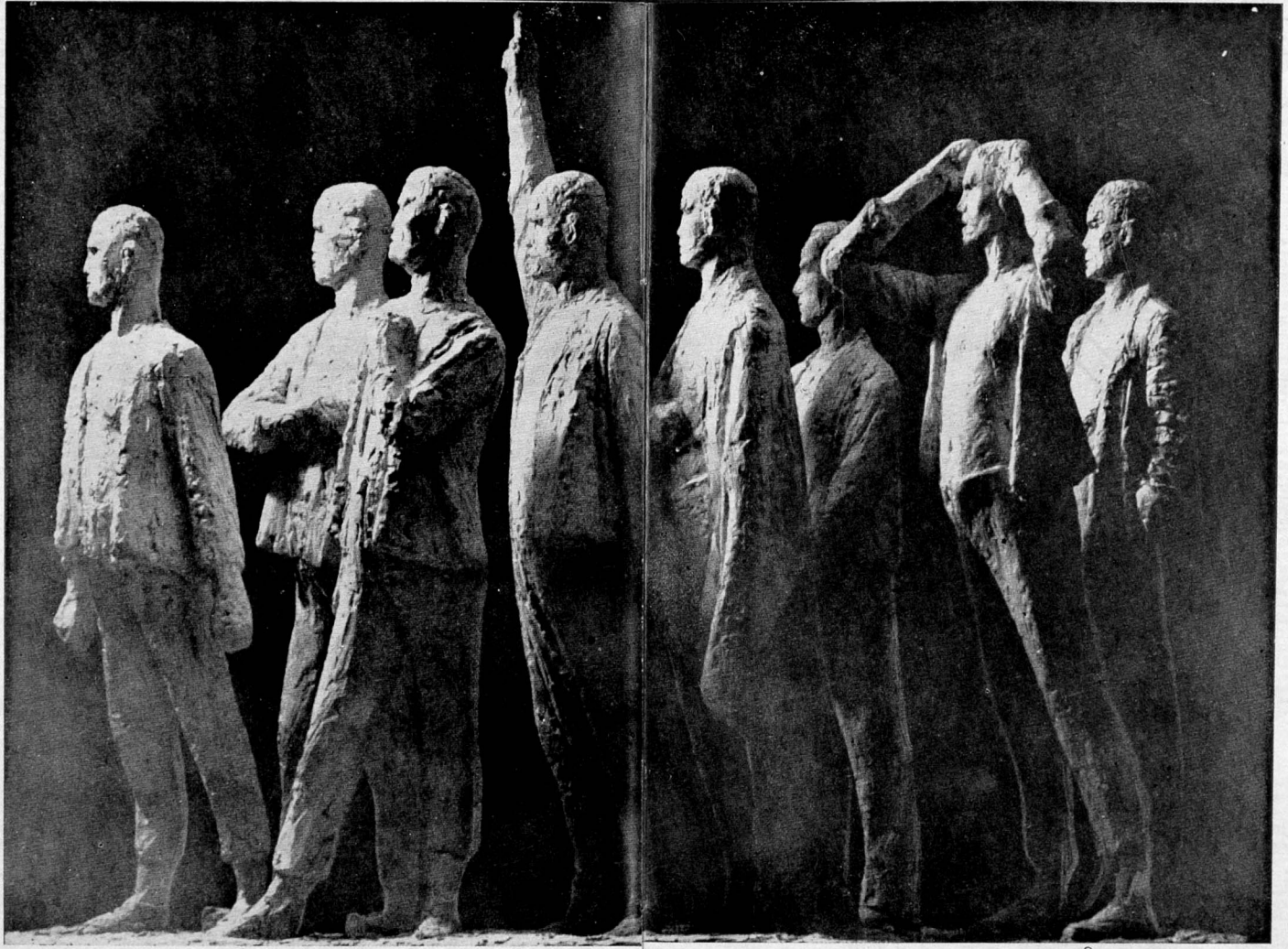

নাৎসী বন্দীশিবিরের ফ্যাশিস্টবিরোধী বন্দীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূর্ব-জার্মানির ভাইমারের নিকটে বুখেনভাল্ডে যে স্তম্ভটি নির্মিত হোয়েছে সেখানে স্থাপিত ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শন এই মূর্তিগুলি। ভাস্কর : গণতান্ত্রিক জার্মানির ফ্রুৎস ক্লেমার। এই মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় অত্যাচার, আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা, কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি।

জার্মানির দুই অংশে ভিন্ন ধর্মী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। যদিও প্রতিটি জার্মান জানেন যে এ ব্যবস্থা সাময়িক কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ দুয়ের মিলন মনে হয় যেন এক সুদূর কল্পনা। এই অস্থির এবং অনিশ্চয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক আবহাওয়া জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যের পটভূমিকা।

জার্মানির নির্মীয়মাণ শিল্পে পূর্বতন শিল্পধারার ভূমিকা নেহাতই গৌণ। জার্মান সংস্কৃতির পীঠস্থান রাজধানী বার্লিন এবং পূর্ব জার্মানি সম্পর্কেই একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদিও নির্মীয়মাণ শিল্পের মৌল অবস্থা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দে জার্মানির উভয় প্রান্তে একই রকম ছিল।

দীর্ঘ বারো বছরের ফ্যাশিস্ত শাসনের ফলে নির্মীয়মাণ শিল্পধারা বহুল পরিমাণে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছে। খ্যাতনামা শিল্পীরা নেহাত বাধ্য হোয়েই নিষ্ক্রিয় অথবা দেশত্যাগী হোয়েছেন। এবং এই বারো বছরের শিল্প-প্রচেষ্টা বোলতে বাস্তবধর্মী শিল্পের একটি ধারা মুখ্যত ফ্যাশিস্ত সরকারের প্রচারকার্যের সহায়ক রূপে জার্মানিতে টিকে ছিল। আঠারশো সত্তর খৃষ্টাব্দ থেকে ম্যুজিয়মে সংরক্ষিত চিত্রশিল্প এবং ক্লাসাটিক আর্ট-এর বহু মূল্যবান সংগ্রহ এই সময় ধ্বংস করা হোয়েছে অথবা স্বল্প মূল্যের পরিবর্তে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এমত অবস্থায় উত্তর-সাধকদের নতুন শিল্প-প্রচেষ্টা কত কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

রাজনৈতিক প্রত্যয় কিভাবে শিল্প প্রত্যয়কে প্রভাবিত করে তার অভিনব দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যে। সমালোচক আলব্রেখ্ট ডোমানের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দুই ধরনের শিল্প রীতির সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমটি নিকৃষ্ট সস্তা ধরণের শিল্প নেহাতই সাধারণ, অন্যটি রীতি প্রকরণে জটিল, উচ্চকোটির শিল্প যা শুধুমাত্র শিল্পী এবং শিল্প-সংগ্রাহকদের বোধগম্য। অন্য দিকে পূর্ব জার্মানিতে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অধীনে জার্মান ভাস্কররা যে নবরীতির প্রবর্তন কোরেছেন তা হোচ্ছে দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা পরিহার কোরে আন্তরিকতায় এবং রূপ সম্পদে অসামান্য শিল্পসাধনার এক সহজ, সুবোধ্য, শিল্পরীতি।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরবর্তী ভাস্কর্যগুলিতে গত দিনের দুঃখ, ফ্যাশিস্ত শাসনের অত্যাচার প্রতিফলিত হোয়েছে। শিল্পসিদ্ধ ও গভীর অনুভূতি-সমৃদ্ধ এই শিল্পকর্মগুলি জার্মান ভাস্কর-দের মহত্তর এবং বলিষ্ঠ উত্তরণের সাক্ষ্য বহন করে।

উনিশশো আটান্ন খৃষ্টাব্দে ভাইমারের সন্নিকটে বুখেনভাল্ড-এ, যেখানে ছাপ্পান্ন হাজার বন্দী মৃত্যু-বরণ কোরেছিল, সেখানে ওই একই বছরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। তার সম্মুখে স্থাপিত হোয়েছে জার্মান ভাস্কর্যের অন্যতম প্রধান, ফ্রিৎস ক্রেমার সৃষ্ট সমকালীন জার্মান ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কয়েকটি মনুষ্য মূর্তি। একটি বালক ও দশ জন পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য মূর্তি সম্বলিত এই দলটি ভাইমারের নাৎসী বন্দী শিবিরের মুক্তিকামী বন্দীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত। নীচু ভিত্তিমূলের উপর স্থাপিত এবং স্থূল কোণ রেখায় অবস্থিত এই মূর্তি-গুলিকে দেখলে মনে হয় অত্যাচার, আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা, কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। যন্ত্রণার নরক থেকে বেরিয়ে আসার, ভবিষ্যতের সুস্থ সবল জীবনের দিকে সবল পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে এই সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বন্দীদের মুখে। ফ্যাশিস্ত বন্দীশিবিরে মৃত্যুই ছিল যাদের ভবিতব্য সেই হার-না-মানাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় দলগত সৌহার্দ্য। যদিও প্রতিটি মূর্তি স্বকীয়তায়, রস-সৌন্দর্যে, উজ্জ্বল ও জীবন্ত।

ক্রেমারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য—তিনটি স্ত্রীলোক স্ট্রেচারে কোরে একটি শিশুর মৃতদেহ বহন কোরে নিয়ে চলেছে। দুঃসহ বেদনায় পিছনের এবং পাশের মূর্তি দুটির পদক্ষেপ যেন কিছুটা ক্লান্ত, অবসন্ন। সামনের মূর্তিটি কিন্তু উন্নতশির। তার কাছে আর একটি শিশু আশ্রয় চাইছে। আশ্রয়ের জন্য তাকে

পূর্ব-জার্মানির সাম্প্রতিক কালের বিশিষ্ট ভাস্কর অধ্যাপক ফ্রিৎস ক্লেমারকে একটি ভাস্কর্য রচনায় নিরত দেখা যাচ্ছে।

আঁকড়ে ধরেছে। তাকে তো মুষড়ে পড়লে চলবে না। তাই সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে দুর্ভাগ্য পীড়িত বর্তমানকে ফেলে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। নিখুঁত ও অনবদ্য এই শিল্পকর্মটি রাফেন্‌সব্রুকে স্ত্রীলোকদের জন্য কুখ্যাত বন্দীশিবিরটির সম্মুখে স্থাপিত হোয়েছে। এরা অনাগত ভবিষ্যতে অনেককে স্মরণ করিয়ে দেবে গতদিনের দুর্ভাগ্য-কবলিত হতভাগ্যদের কথা আর পাথেয় যোগাবে এগিয়ে চলার।

মূর্তিশিল্পে এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ফ্রিৎস ক্লেমার সুপরিচিত। খ্যাতনামা জার্মান নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্-এর ক্লেমার-কৃত মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সৃষ্ট বিশালাকৃতি 'ঈভ' মূর্তিটি সবিশেষ খ্যাতিলাভ কোরেছে।

গুস্তাফ জাইৎস, ফ্রিৎস ক্লেমারের সমসাময়িক। কারু শিল্পী কায়েটে কোলহিৎস্-এর একটি নক্সা অনুযায়ী ইনি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ব্যাপৃত আছেন। মূর্তি শিল্পেও এঁর দক্ষতা অসামান্য। প্রসঙ্গত, প্রিয় নাট্যকার ব্রেখ্‌ট্-এর একটি মূর্তিও ইনি নির্মাণ করেন। বস্তুত ব্রেখ্‌ট্-এর মৃত্যুর পর খ্যাতনামা প্রায় সব ভাস্করই এঁর মূর্তি নির্মাণ কোরেছেন।

হর্বাল্ডেমার গ্রিৎসমেক বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। বুখেনভাল্ড স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ইনিও অংশগ্রহণ কোরেছিলেন। তাঁর 'পিগ রিডিং মাস্টার' এবং 'অ্যাক্রোব্যাট্স্' বস্তু সংস্থাপনায় এবং শিল্প কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। জার্মান কবি হাইনরিখ হাইনের একটি ব্রোঞ্জ-

ইভ : এই ভাস্কর্যের রূপকার গণতান্ত্রিক জার্মানির ফ্রিৎস ক্লেমার।

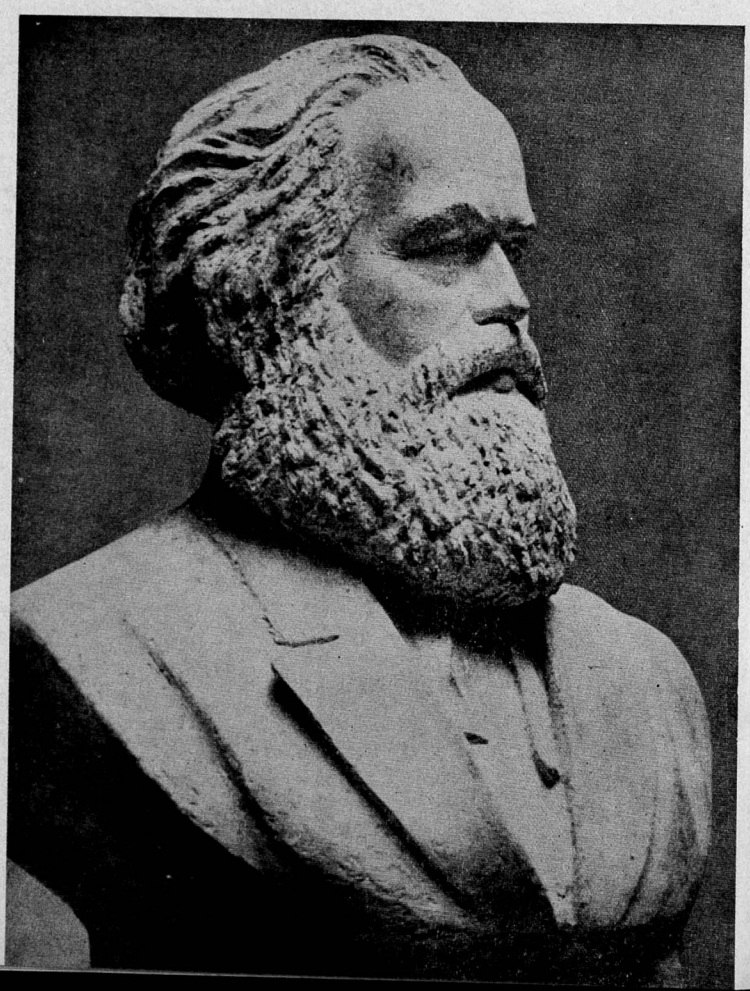

বাঁদিকের পৃষ্ঠায় :
গণতান্ত্রিক জার্মানির ভাস্কর
ফ্রিৎস ক্রেমার রচিত •
এ-যুগের স্বনামধন্য মনীষী
কার্ল মার্কস-এর
আবক্ষ মূর্তি।

নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ইনি নির্মাণ করেন। বার্লিনের এক পার্কে এটি স্থাপিত হোয়েছে।

শ্রমজীবী জনসাধারণের নেতা য়েন্স্ট য়ুল্যলমান, বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরে যাঁর মৃত্যু হোয়েছিল—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হোয়েছে একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ। হ্বালটের আরনল্ডের এই ভাস্কর্যটি ড্রেসডেন শিল্পমেলায় বহু দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে। এঁর অনেক ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হোয়েছে শ্রমজীবী মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনচর্যা।

প্রখ্যাত জার্মান ভাস্কর বয়োবৃদ্ধ রিখার্ড্ শাইবে বর্তমানে পশ্চিম জার্মানিতে বসবাস কোরছেন। জীব-জন্তুর মূর্তিগঠনে পারদর্শী রেনে সিন্টেনিস এবং ধ্রুপদী রীতির অন্যতম ভাস্কর হিসেবে ডেমোক্রাটিক জার্মান রিপাবলিক বা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এরিখ রয়টের-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

গত উনিশশো ষাট খৃষ্টাব্দের উনত্রিশে জানুয়ারি প্যারিসে পূর্ব জার্মানির সমকালীন ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী হোয়ে গেল। গুস্তাফ জাইৎস, হ্বাল্ডেমার গ্রিজিমেক, রিখটের-থীলে, রেনে গ্রায়েৎস, গেয়ের, প্লীৎ-জশ, হোহ্বার্ড প্রমুখ আঠার জন ভাস্করের এই প্রদর্শনী ফরাসী শিল্পীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং শিল্প-রসিক জনসাধারণের অভাবিত সমাদর লাভ করে।

শিল্পের সঙ্গে সমাজ ও শ্রেণীর গভীর সংযোগ। এই উপলব্ধির ক্রমবর্ধমান প্রভাব জার্মান ভাস্কর্যের অন্যতম রূপলক্ষণ। আঙ্গিকের চাতুরী ছেড়ে জার্মান ভাস্কররা যে নবরীতির রূপায়ণ কোরেছেন তা কালে আরও সার্থকতর রূপ পরিগ্রহ কোরবে—এইটুকু আশা জানিয়েই এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটানো যাক।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত মার্কিন ভাস্কর্য প্রদর্শনী। দর্শকদের বিভিন্ন মুখভঙ্গী লক্ষণীয়।

খবরাখবর

নিজস্ব সংবাদদাতা

মস্কোয় মার্কিন ভাস্কর্য।

নানান দেশের চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সব সময় হয় না। বিভিন্ন বৈদেশিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে কিছুটা আভাষ মেলে তার। যেটুকু অপরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় সেটুকু দেশের শিল্পী এবং শিল্প-অনুরাগীদের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে বাধ্য। যেটুকু পরিত্যাজ্য বা ভিন্নরুচিসাপেক্ষ সেটুকুর প্রতি পক্ষপাতিত্বের বদলে বিদ্রূপ মিশ্রিত বিরূপতার উদ্রেক হওয়াও অস্বাভাবিক নয় বোধহয়।

কয়েক বছর আগে মস্কোতে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হোয়েছিল—যার উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিনীরা। মার্কিন প্রদর্শনীতে উক্ত দেশের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শন ছিল—যা মস্কোবাসীদের দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় ও বিরূপতার সঞ্চার করে।

মুদ্রিত আলোকচিত্রে একটি নগ্নিকা মূর্তির সামনে কয়েকজন মস্কোবাসীদের বিভিন্ন ভাব ব্যঞ্জক মুখাবয়ব সহ দেখা যাচ্ছে। কিশোরটির বিমূঢ় মুখভঙ্গী ও প্রৌঢ় ভদ্রলোকের তাৎপর্যপূর্ণ হাসি বিশেষরূপে প্রকটিত। নিউ ইয়র্কে সোভিয়েত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা জানা নেই, হোলেও সেখানে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা তা অবশ্য আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা অসম্ভব।

ডানদিকে : সোভিয়েত জনৈক প্রখ্যাত ভাস্করকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি গঠনে নিয়োজিত দেখা যাচ্ছে।

নীচে : সোভিয়েতের প্রখ্যাতনামা ভাস্কর আজগর নির্মিত রবীন্দ্রনাথের মূর্তি।

কিশোর ভাস্করকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আপন সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে নিমগ্ন দেখা যাচ্ছে।

ভাস্কর্যে রূপায়িত রবীন্দ্রনাথ।

ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীদের দৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হোয়েছেন। কোন্ কোনটিতে তাঁর কবি-প্রতিভার প্রোজ্জ্বল দিকটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন শিল্পী, কোন কোনটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা দার্শনিক ও মানবদরদী রবীন্দ্রনাথেরই দেখি প্রাধান্য। বিশ্ববরেণ্য ভাস্কর এপ্‌স্টাইন নির্মিত মূর্তির কথাই প্রথমে মনে পড়ছে। তারপরই মনে পড়ে বিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-কৃত রিয়ালিস্টিক ও অ্যাব-স্ট্রাক্ট ভঙ্গীর দুটি দু ধরণের মূর্তি। তাঁর করা অ্যাব-স্ট্রাক্ট ভঙ্গীর রবীন্দ্রনাথই লক্ষণীয়, কেননা উপরোক্ত মূর্তির মধ্যে দার্শনিক ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ—দুটি চোখের তির্যক অবস্থানে যেন বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

শতবার্ষিকীর বছরে রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্র অনুধ্যান আরো ব্যাপক আরো গভীর হোলো ভারত ছাড়া পৃথিবীর মহান কয়েকটি দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে অগ্রগণ্য। সোভিয়েত চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের দ্বারা রূপায়িত কয়েকটি ছবি ও মূর্তি রসোত্তীর্ণ

জাডকিন-কৃত ভ্যানগগের মূর্তি। মূর্তির সামনে ভাস্করকেও দেখা যাচ্ছে।

শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত হোয়েছে সর্বদেশে। সোভিয়েতের সর্বজনবরেণ্য শিল্পী আজগুর নির্মিত রবীন্দ্রনাথের মূর্তির একটি প্রতিলিপি সুন্দরম্‌এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা গেল। বিশ্ব-জগতের অধিবাসী—যিনি লিখেছিলেন, 'আমি তোমাদেরই লোক'—সেই কবি রবীন্দ্রনাথকে রুশ শিল্পীর সৃষ্টিতে যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। মনে হয়, তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হোয়েছেন তাঁর সুন্দর সুললিত কণ্ঠে সদ্যরচিত কবিতা কিম্বা কোনো বিশেষ বাণী শোনাবার জন্য।

ভিনসেণ্ট ভ্যানগগ : তাঁর মূর্তি।

ভিনসেণ্ট ভ্যানগগ ও তাঁর ভাই থিও-র কবর অবস্থান কোরছে পাশাপাশি। মৃত্যুর পরেও তাঁদের ঘটেনি বিচ্ছেদ। পরবর্তীকালে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত ফ্রান্সের অভার্স-সার অয়েস গ্রামে প্রতিদিন বহু দর্শকের চলে আনাগোনা। এই কবর দুটি থেকে অল্প দূরত্বে সম্প্রতি স্থাপিত হোয়েছে এক বৃহদায়তন মূর্তি। ক্যানভাস ও ইজেল সহ ভ্যানগগ। তাঁর গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরান্তরে, শস্যক্ষেত্রের দিকে। (মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ ছবির পটভূমি ছিল শস্যক্ষেত্র) মাথায় বিশেষ একধরণের টুপি এবং কোট ও ট্রাউজার পরিহিত ভ্যানগগের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকদের চেহারার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই ভাস্কর্য কর্মটির রূপকার হোচ্ছেন অসিপ জাডকিন। জাডকিনের জন্ম হোয়েছিল রাশিয়ায়। তিনি বলেন যে, ভ্যানগগ অঙ্কিত দুটি আত্মপ্রতিকৃতি (সেলফ পোট্রেট) তাঁকে প্রেরণা দেয় ওই মহান শিল্পীর মূর্তি গড়তে। তাঁর উদ্দাম জীবনের প্রতিটি ঘটনা ভাস্কর্য শিল্পী অসিপ জাডকিনের কাছে মোহনীয় বোলে মনে হয়। মনে হয় আশ্চর্য রোমাঞ্চ-সঞ্চারী।

সাতাশ বছর বয়সে ভ্যানগগ-এর চিত্রশিল্পের প্রতি মনোনিবেশ এবং সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ। আঠারশো আশি সাল থেকে আঠারশো নব্বই সাল পর্যন্ত জীবনের শেষ দশ বছরই তাঁর শিল্পসৃষ্টির কাল।

আর্লেতে আরো কয়েকমাস থাকার পর ভিনসেণ্টকে আঠারশো উননব্বই সালে নিকটস্থ সেণ্ট রেমি গ্রামে সেণ্ট পল দ্য মসোল মানসিক হাসপাতালে ভর্তি কোরে দেওয়া হোল।

হাসপাতালের পরিবেশ যখন অসহ্য, ভিনসেণ্ট শেষবারের মতো স্থান পরিবর্তনের মনস্থ কোরলেন। থিওর পরামর্শ অনুযায়ী এবারে তিনি গেলেন অভার্স-সার অয়েস গ্রামে। কিন্তু সেখানেও মানসিক অবসাদ তাঁকে গ্রাস করে। সেইসময় থিও বিবাহ কোরেছেন ও তাঁর একটি ছেলে হোয়েছে। সুতরাং ভ্যানগগ হয়তো ভাবতেন যে তিনি থিও-র ওপর একটা অনাবশ্যক ভারস্বরূপ হোয়ে আছেন। অথবা তিনি হয়তো আবার মস্তিষ্ক বিকৃতির ভয় কোরতেন। যাই হোক জীবনের শেষ সত্তর দিনে সত্তরটি রঙিন চিত্র ও বহু রেখাচিত্র এঁকে তারপর আত্মহত্যা সম্পর্কে কৃতসংকল্প হন। আঠারশো নব্বই সালের সাতাশে জুলাই তিনি নিজেকে গুলিবন্ধ করেন এবং উনত্রিশে জুলাই অভার্সের ছোট পান্থশালায় এই চিরকালের অশান্ত শিল্পী চিরদিনের মতো শান্ত হোয়ে যান। তাঁর ভাই থিও—যাঁর ওপর চিরজীবন নির্ভরশীল ছিলেন তিনি—তিনিও প্রায় ছ মাস পরে, আঠারশো একানব্বই খৃষ্টাব্দে মারা যান।...

অসিপ জাডকিন নির্মিত ভ্যানগগ মূর্তিটি দেখবার পর দর্শকরা তাঁদের সামনে তাঁর বাস্তব উপস্থিতি অনুভব করেন। সেই বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পীর পবিত্র স্মৃতির রোমন্থনে তাঁদের হৃদয়ের উজাড়-করা শ্রদ্ধার্ঘ অর্পিত হয় অমর শিল্পীর বেদনাদগ্ধ আত্মার উদ্দেশ্যে।

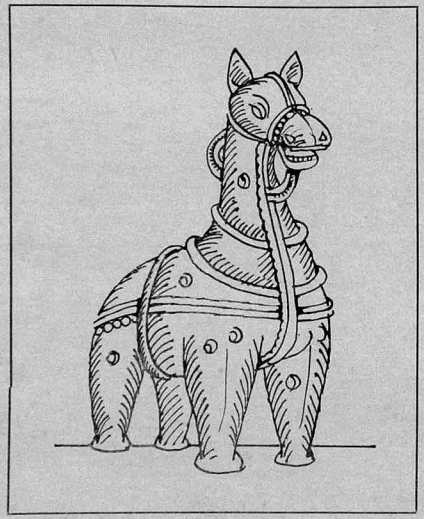

সেই দেশকে জানুন—যে দেশ হবে চন্দ্রলোকের প্রথম অতিথি

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।...... অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

রবীন্দ্রনাথের অমর ঘোষণা সার্থকতা, পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অজেয় মানুষের বিরাট কর্মকান্ডের মধ্যে। শিক্ষায়, শিল্পে, বিজ্ঞানে সোভিয়েত জনগণের অসাধারণ সাফল্য আজ আরও উচ্চমানে রূপ পরিগ্রহ করেছে য়ুরি গাগারিনের প্রথম মহাকাশ পরিক্রমায়।

এই মহান সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য

সোভিয়েত দেশ

পাক্ষিক পত্রিকা

বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, ইংরাজী ও অন্যান্য আরও ১০টি ভাষায় প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা।

★

চাঁদার বর্তমান হার

ইংরাজী

১ বছর	৬ টাকা
৬ মাস	৩·২৫ নঃ পঃ
৩ মাস	১·৭৫ নঃ পঃ
কপি প্রতি	০·৪০ নঃ পঃ

অন্যান্য ভাষা

১ বছর	৫ টাকা
৬ মাস	২·৭৫ নঃ পঃ
৩ মাস	১·৫০ নঃ পঃ
কপি প্রতি	০·২৫ নঃ পঃ

★

চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১/১ উড্ স্ট্রীট কলিকাতা-১৬

'নীলরক্ত ম্লান হয়ে গেছে'

এবং

'অলাত চক্র'-র পর

সুভো ঠাকুরের

সর্বাধুনিক পুস্তক

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা

বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

যা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক

'সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা'-র

চরিত্র-চিত্রণের

বিচিত্র মিছিলে

যোগদান করেছে

অসংখ্য নরনারী

বিখ্যাত শিল্পী থেকে

অখ্যাত শিল্পপতি

নগণ্য ভিখারিনী থেকে লক্ষপতি

সবাই একাকার

সুভো ঠাকুরের নজরে

দাম : সাড়ে চারটাকা

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বাক্-সাহিত্যের
নতুন ও সেরা বই

নিশিপদ্ম ৪·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয় ৩·৫০
জরাসন্ধ

শ্রেষ্ঠগল্প ৪·০০
সৈয়দ মুজতবা আলী

পকেটমার ৪·৫০
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫·০০
বিনয় ঘোষ

অগ্নিমিতা ৫·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অন্তর্লীনা ৫·০০
নারায়ণ সান্যাল

● ● ●

শ্রীপুলিনবিহারী সেন
সম্পাদিত
রবীন্দ্রায়ণ
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ড ১০·০০

● ● ●

এক দুই তিন ৪·০০
শংকর

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে ৩·০০
নীলকণ্ঠ

চিত্তচকোর ৩·০০
সুবোধ ঘোষ

পাড়ি ৩·০০
জরাসন্ধ

দূরবীন ৪·০০
বনফুল

স্ত্রী ৪·০০
বিমল মিত্র

বিদেহী ২·৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগী

কুয়াশা ৩·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র

আরও আলো ৫·০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তী

আজ রাজা কাল ফকির ৩·০০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো থেকে অন্ধকারে ২·৫০
জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন-এর অনুবাদ—নিখিল সরকার

বাক্ সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

ভারতের গৌরব

ভারতের শাশ্বত প্রাণধর্ম ও
সংস্কৃতি অন্তর্নিহিত আছে
তার শিল্পে, ভাস্কর্যে...
যা আজও বিশ্বের কোটি
কোটি নরনারীর মনে শ্রদ্ধা
ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

সুন্দরম্ সঙ্কলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ, সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এন্ড কোং, ৭/১নং, গ্রান্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৮৬০২ ও ২৩-৯৭৭৭